“সিলসিলাহ’ এ ইলমিয়্যাহ”
মানহাজ সংক্রান্ত মাস’আলা বর্ণনায়
একটি ইলমী সিরিজ
(১-৬)
মূলঃ আবু হামজাহ আল-কুরাইশী
(রহিমাহুল্লাহ)
অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী
MAKTABATUL MANHAL

“সিলসিলাহ’ এ ইলমিয়্যাহ”

মানহাজ সংক্রান্ত মাস’আলা বর্ণনায় একটি ইলমী সিরিজ

মূলঃ আবু হামজাহ আল-ক্কুরাইশী
(রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল

"সিলসিলাহ' এ ইলমিয়্যাহ"	**سلسلة علمية**
মানহাজ সংক্রান্ত মাস'আলা বর্ণনায় একটি ইলমী সিরিজ	في بيان مسائل منهجية
মূলঃ আবু হামজাহ আল-কুরাইশী (রহিমাহুল্লাহ)	لأبي حمزة القريشي رحمه الله
পরিবেশনায়ঃ আল-বায়ান রেডিও	تقدم: إذاعة البيان
অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী	المترجم: أبو إبراهيم التميمي
প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল	الناشر: مكتبة المنهل
প্রথম প্রকাশঃ সফর - ১৪৪৪ হিজরী	صفر ١٤٤٤ هـ
সেপ্টেম্বর - ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ	سبتمبر ٢٠٢٢ م

Silsilah'e Elmiyyah

by Abu Hamzah Al-qurayshi
present by Al-bayan Redio
Translated by Abu Ebrahim At-tamimi
published by Maktabatul Manhal
Safar - 1444 Hijri

প্রকাশের ভূমিকাঃ

إنّ الحَمد للّه والصّلاة والسّلام على مُحمّد وعلى آله وأصْحَابِه وبَارك وسلّم تسْلِيمًا كثِيرًا كثِيرًا وبَعْد؛

তাওফীক্ব এবং সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে। অজস্র অগণিত শুকুরিয়া মহান রব আল্লাহ جَلَّ ثَنَاؤُهُ এর দরবারে। তার দয়া এবং অনুগ্রহে আমরা আপনাদের সমীপে এই ‘মানহাজ সংক্রান্ত মাস’আলা বর্ণনায় একটি ইলমী সিরিজ’ নামক বইটি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। চলুন এই বইটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক - এই ইলমী সিরিজটি মূলত একটি অডিও লেকচার যা দাওলাতুল ইসলামের প্রচার মাধ্যম ‘আল-বায়ান রেডিও’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলায় খিলাফাহ’র সৈনিকদের জন্য অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টার পর অবশেষে এর অনুবাদ এবং প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

“যে ধ্বংস হওয়ার সে যেন প্রমাণ সহ ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকার সে যেন প্রমাণ সহ বেঁচে থাকে” এই শিরোনামে দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী আশ-শামী رَحِمَهُ اللهُ এর বক্তব্য প্রদানের পর খিলাফাহ’র সন্তানদের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টির কারণে উক্ত মতপার্থক্য নিরসনকল্পে এই ইলমী সিরিজের আয়োজন। এই ইলমী সিরিজের দারসগুলো উপস্থাপন করেছেন মিডিয়ার ঘোড়সওয়ার, যার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে আল্লাহ তার শত্রুদের অন্তর ভীতসন্ত্রস্ত করেছেন তিনি দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র আবু হামজাহ আল-ক্বুরাইশী رَحِمَهُ اللهُ । এই ইলমী সিরিজটি ছয় পর্ব নিয়ে গঠিত। প্রথমটিতে শাইখ تَقَبَّلَهُ اللهُ ভূমিকা এবং ইখতিলাফ ও ফুরক্বাতের কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে উত্তরোনের পথও বাতলে দিয়েছেন। এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে থাকছে আসলুদ-দ্বীন নিয়ে আলোচনা। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফগণের মতামতের এক অপূর্ব

সমাহার বহমান সিরিজটি। তৃতীয় পর্ব মুশরিকদের তাকফির করা প্রসঙ্গে। চতুর্থ পর্বে তাকফির করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির (মুতাওয়াক্কিফ) অবস্থা এবং হুকুমের আলোচনা রয়েছে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্বে যথাক্রমে আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ এবং 'দার'এর প্রকার ও আহকাম সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক পর্বেই নছসমূহ এবং উম্মাহ'র গ্রহণযোগ্য আলেমগণের মতামতের সন্নিবেশ ঘটেছে। নিঃসন্দেহে এই ইলমী সিরিজটি বিশেষভাবে খিলাফাহ'র সৈনিকগণের জিহাদের পথে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিমগণের দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হবে বিইযনিল্লাহ।

এই সিরিজটি অনুবাদ এবং প্রকাশনার পথ মশৃণ ছিল না। অনেক বাধা বিপত্তি মাড়াতে হয়েছে। পার করতে হয়েছে অনেক চড়াই উতড়াই। অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানিতে সমাপ্ত করতে পেরেছি। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ যেন আমাদেরকে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের নিকট খিলাফাহ'র প্রকাশনাসমূহ প্রচার-প্রসারের মাধ্যম বানান।

আমরা মহান রবের নিকট আবেদন জানাই তিনি যেন এই ইলমী সিরিজের ক্ববুলিয়্যাত দান করেন, এর দ্বারা মানুষের অজ্ঞতা দূর করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জাহানের কামিয়াবি দান করেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনাদের নিকট আমাদের আরজ এই যে, আপনারা আপনাদের কল্যাণজনক দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেন না!

وآخِر دَعوانَا أن الحَمد للّه ربِّ العٰلمِين

وصلّي اللّٰهُ على خَيرِ خَلقِه مُحمّدٍ وآلِه وأصحَابِه أجمَعِين

আবু লাইছ আল-হিন্দী

মাকতাবাতুল মানহাল

সফর - ১৪৪৪

অনুবাদকের আরজ

الحمدُ لله مُعزِّ الإسلامَ بِنصْرِه ومُذِلِّ الشركَ بِقهرِه والصّلاةُ والسّلامُ على رسُولِه وعلى آله وأصحَابِه أجمعِين أمّا بَعْد،

আল্লাহ ﷻ তার নাবী ও রাসুলগণকে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন যেন তারা তাদের নিজ ক্বওমের লোকদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম এবং তাদের অজানা জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন। যেমন তিনি سُبْحَانَهُوَتَعَالَى বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

“যেমনিভাবে আমরা তোমাদেরই একজনকে রাসুল হিসেবে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। আর তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয় শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।”[1]

আল্লাহ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى তার শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে জিবরীল আমীনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। আর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ তার সাহাবীগণ رَضِيَاللَّهُعَنْهُمْ দেরকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবীগণ رَضِيَاللَّهُعَنْهُمْ তাদের পরবর্তী অনুসারীদের ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। এমনিভাবে উম্মাতের হক্বপন্থী আলেমগণ আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণ এবং তাবিঈগণের বুঝ অনুযায়ী ইলম শিক্ষা

[1] সুরা বাক্বারাহ - ১৫১

করছেন। যখনই কেউ সালফে সালেহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে নিজের মত বা নিজের মন মত ইলম অর্জন করার চেষ্টা করেছে সেই সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। তার এ বিচ্যুত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ হকপন্থী সালাফগণই এই উম্মাতের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ। ইমাম আওযায়ী رَحِمَهُ الله বলেন, "তোমার উপর আবশ্যক হচ্ছে সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, যদিও মানুষ তোমাকে পরিত্যাগ করে। আর তুমি ব্যক্তি মতামত থেকে সাবধান থাকবে যদিও তারা তোমাকে সাজিয়ে বলে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে তুমি সঠিক পথেই রয়েছো।" আর ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হচ্ছে সালাফগণের বুঝ অনুযায়ী ইলম অর্জন করা এবং বাতিল ও বাতিলপন্থীদের নির্ণয় করে তাদের বর্জন করা। সালাফগণের একজন আলেম ইবনে সিরীন رَحِمَهُ الله বলেছেন, "ইলম হচ্ছে দ্বীন। তাই আপনারা কার নিকট থেকে আপনাদের দ্বীন গ্রহণ করবেন তা লক্ষ্য রাখুন!" সালাফ আলেমগণ এই উম্মাতের জন্য বিশুদ্ধ ইলম ভিত্তিক অনেক কিতাবাদি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যাতে করে মুসলিম উম্মাহ ভ্রষ্টতা, বিদআত ও ফুরক্বত তথা দলাদলির হাত থেকে রক্ষা পায়। কারণ বাতিলপন্থীরা মুসলিম উম্মাতকে বিপথগামী করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেছে এবং করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দাওলাতুল ইসলামের আলেমগণ সর্বদাই মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমী কিতাব ও ইলমী হালাক্বা পরিবেশন করছেন। বক্ষমান এই পুস্তিকাটি এরই অন্তর্ভুক্ত।

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী رَحِمَهُ الله এর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে খিলাফাহ'র কতিপয় সৈনিকদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। অতঃপর কাল বিলম্ব না করে দাওলাতুল খিলাফাহ'র পক্ষ থেকে সৃষ্ট মতানৈক্য নিরসন করার জন্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'আল-বায়ান রেডিও'তে "মানহাজ সংক্রান্ত মাস' আলা বর্ণনায় একটি ইলমী সিরিজ" শিরোনামে ফুরসানুল ই'লাম শাইখ আবু হামজাহ আল-কুরাইশী رَحِمَهُ الله একটি লেকচার সিরিজ পরিবেশন করেছেন। এই ইলমী সিরিজে সংক্ষিপ্তভাবে দলিল ভিত্তিক বেশ কিছু মাস'আলা স্পষ্ট করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাস'আলায় অনুসরণীয় সালাফ আলেমগণের

বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। শাইখ رَحِمَهُ الله এই সিরিজে তাকফিরের মাস’আলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর তাকফিরের মাস’আলাটি একটি সংবেদনশীল মাস’আলা। যাতে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি - উভয়টিই প্রত্যাখ্যাত। তাই আমরা তালিবুল ইলম ভাইদেরকে তাকফিরের মাস’আলা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানার্জন করার অনুরোধ করছি। কেননা তাকফিরের মাস’আলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় থাকে যেব্যাপারে অজ্ঞতা থাকা ভয়াবহ বিচ্যুতির দিকে ধাবিত করে। তালিবুল ইলম ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণে আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছি - যেন এই মাস’আলার ব্যাপারে মাহরাত অর্জন করা যায়। তন্মধ্যে শাইখ তুর্কী বান’আলী رَحِمَهُ الله এর কিতাব - ‘শরহু শুরুত্বী মাওয়ানিউত-তাকফির’[2] শাইখ তুর্কী বান’আলী رَحِمَهُ الله এই কিতাবে মাওয়ানিউত-তাকফির তথা তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাকফিরের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে শাইখ আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেছেন। এরপরে রয়েছে শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী رَحِمَهُ الله এর - ‘শরহু ক্বাইদাতি মান-লাম ইয়ুকাফফিরিল-কাফির’[3] যদিও এটি মূলত শাইখ رَحِمَهُ الله এর দুই পর্বে অডিও লেকচার। কিন্তু পরবর্তীতে কিতাব আকাড়ে এটি প্রকাশ পায়। শাইখ এখানে বিশেষত ‘যে কাফিরকে তাকফির করে না’ এমন ব্যক্তির মূলনীতি সম্পর্কে উছূল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একই মাস’আলায় শাইখ আবু আব্দিল বার আস-সলীহ আল-কুয়েতী رَحِمَهُ الله কিতাব[4] লিখেছেন। এমনিভাবে শাইখ আবু বকর আল-ক্বাহতানী رَحِمَهُ الله তাকফিরের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারীদের সমালোচনা করে একই মূলনীতির উপর আলোচনা করেছেন।[5] শাইখ আবু বকর আল-ক্বাহতানী رَحِمَهُ الله দুই হালাক্বায় আলোচনাটি করেছেন। পরবর্তীতে এটিও কিতাব আকাড়ে

---

[2] شرح شروط موانع التكفير للشيخ التركي البنعلي

[3] شرح قاعدة من لم يكفر الكافر للشيخ أبي مالك التميمي

[4] القول الزاهر في قاعدة من لم يكفر الكافر للشيخ أبي عبد البر الصالح الكويتي

[5] شرح قاعدة من لم يكفر الكافر للشيخ أبي بكر القحطاني

প্রকাশিত হয়। যারা তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদের যুক্তি খণ্ডন করে সঠিক মূলনীতি বর্ণনা করে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এ মাস'আলায় অন্যান্য আলেমদের কিতাবাদি পড়ার অনুরোধ করছি। আমরা এই মাস'আলার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী খারিজিদের বাড়াবাড়ি এবং বাতিলপন্থী মুরজিয়াদের ছাড়াছাড়ি মানহাজ প্রত্যাখ্যান করি।

এই সিরিজে তাকফির সম্পৃক্ত মাস'আলা আলোচনার পর দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর সম্পর্কিত মাস'আলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বাতিলপন্থীরা এই মাস'আলাকে ভুলভাবে মানুষের নিকট উপস্থাপন করে। তারা বর্তমান সময়ে মুসলিম নামধারী তাগুতদের শাসনকৃত মুসলিমদের দেশগুলোকে দারুল ইসলাম হিসেবে অভিহিত করার চেষ্টা করে। তারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর নির্ধারণ করার মত ভুল মূলনীতিতে চলে। তাদের এ নির্ধারণ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম নামধারী আরব এবং অনারবের প্রতিষ্ঠিত তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফরজিয়্যাতকে নাকচ করা এবং সাথে সাথে মুজাহিদদের অপবাদ দেওয়া। এই মাস'আলাটি ভালভাবে বুঝার ও এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা তালিবুল ইলম ভাইদেরকে শাইখ ফারিস ইবনে আহমাদ আলে শুআইল আয-যাহরানী رَحِمَهُ الله এর লিখিত কিতাব 'সিলসিলাতুল আলাক্বাতিদ-দাওলিয়্যাহ ফীল-ইসলাম'[6] পড়ার অনুরোধ করছি। শাইখ رَحِمَهُ الله কিতাবটি তিন খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। শাইখ এই কিতাবে দালিলিক নছ উল্লেখ করে এবং সালাফ আলেমগণের বক্তব্য বর্ণনা করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন!

পরিশেষে বাংলায় অবস্থিত দাওলাতুল খিলাফাহ'র সৈনিক এবং সমর্থনকারীদের আহ্বান করছি, দ্বীনের ব্যাপারে সালাফ আলেমগণের বুঝানুযায়ী ইলম অর্জন করার প্রতি। কারণ ইলম হচ্ছে আলো - যেমনটি আমাদের নাবী কারীম ﷺ বলেছেন। আমরা দ্বীনের বিশুদ্ধ ইলমী বিষয়গুলো

[6] سلسلة العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ فارس بن أحمد آل شويل الزهراني

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের নিকট বিশেষত দাওলাতুল খিলাফাহ’র সৈনিকদের নিকট উপস্থাপন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। বক্ষমান পুস্তিকাটি এরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা’আলার নিকট কামনা করি তিনি যেন এই ইলমী কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে দ্বীনের রাহে ক্ববুল করেন। আমীন!

وصلّي اللهُ وسلّم على مُحمّدٍ وعلى آله وأصحَابه أجمَعين

আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

সফর - ১৪৪৪

প্রথম পর্বঃ

الحَمْدُ لله ربِّ العٰلمِينَ، والعَاقِبةُ للمُتّقِينَ، وَلا عُدوَانَ إلا على الظّٰالِمِينَ

وأَشْهَدُ أنْ لا إلٰه اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وأَشْهَدُ أنّ

مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ إِمَامُ الأوّلِينَ والآخِرِينَ، أمّا بَعْدُ،

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য এবং শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শত্রুতা শুধুমাত্র অত্যাচারিদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই, যিনি সত্য স্পষ্ট মহাঃআধিপতি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল - যিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ইমাম।

অতঃপরঃ

এটা আক্বীদাহ ও মানহাজ সংক্রান্ত কিছু মাস'আলা স্পষ্টকরণ ও বর্ণনার একটি ধারাবাহিক সিরিজ। যে ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের মধ্য থেকে আমাদের সন্তান, আমাদের ভাই ও খিলাফাহ'র রাষ্ট্রের ভিতর-বাহির সকল মুসলিমদের মাঝে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এটা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কারণে, যার শিরোনামঃ "যে ধ্বংস হওয়ার সে যেন প্রমাণ সহ ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকার সে যেন প্রমাণ সহ বেঁচে থাকে" - এর কারণে কার্যক্রম বন্ধ ও বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। আর একারণে মানহাজ ও ইলম সংক্রান্ত ভুল এবং বিভ্রান্তিকর বর্ণনা - যা ভিন্ন উদ্দেশ্য বহন করে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যা মতানৈক্য ও মতবিরোধের দিকে ধাবিত করে। তাই আমাদের উপর আবশ্যক হয়েছে যে, প্রয়োজনের তাগিদে বর্ণনা করার ব্যাপারে এক মূহুর্ত সময় বিলম্বিত না করা, আর তা অতিব জরুরী হয়ে

পড়েছে। এর কারণ হল দাওলাহ'র বক্তব্যকে এক করা, দাওলাহ'র সৈনিকদের অন্তরগুলোকে হক্বের উপর গঠন করা, দাওলাহ'র উপর কুফফার জাতির আক্রমণকে বাধা প্রদান, ইসলামের ঐশ্বর্য ও সম্মান রক্ষার জন্য তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মতানৈক্য ও মতবিরোধ থেকে ভালো করে সতর্ক করেছেন। অতঃপর তিনি سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কর না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[7]

একই সময়ে তিনি আমাদেরকে জামাআতবদ্ধ থাকার আদেশ করেছেন ও এর গুরুত্বকে মহান করে তুলেছেন। নাবী ﷺ বলেন, "তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে জামাআতবদ্ধ থাকা।"

তিনি ﷺ বলেন, "জামাআতের সাথে আল্লাহর হাত রয়েছে।"

তিনি ﷺ আরো বলেছেন, "তোমরা বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সাবধান থাকবে, কেননা শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং সে দুইজনের থেকে অনেক দূরে।"

হাদিসে এসেছে, যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে সহিহ বলেছেন, তিনি ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি যে ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। শোনা, মানা (আনুগত্য করা),

---

[7] সুরা আনফাল - ৪৬

জিহাদ করা, হিজরত করা ও জামাআতবদ্ধ থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।"

ফিতনাহ, মতবিরোধ ও মতানৈক্যের কারণঃ

০১. উম্মাহ'র সালাফগণের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে না ধরা এবং প্রবৃত্তি ও ব্যক্তির কথার উপর নির্ভরশীল হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ﴾

"আর তোমারা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[8]

তিনি তা'আলা আরো বলেন,

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

"আর তোমরা কেমন করে কুফরি করতে পার, অথচ তোমাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহর রাসুল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে সরল পথের হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।"[9]

---

[8] সুরা আলে-ইমরান - ১০৩

[9] সুরা আলে-ইমরান - ১০১

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর তাহলে আমার পরে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"

সহিহ মুসলিমে রয়েছে আবু হুরায়রাহ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। সুতরাং তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, তোমরা তার ইবাদাত করবে, তোমরা তার সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না এবং তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে ও বিচ্ছিন্ন হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন অনর্থক কথা বলা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করা।"

নাবী ﷺ যখন খুতবাহ দিতেন তখন বলতেন, "অতঃপর সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম পথ মুহাম্মাদ ﷺ এর পথ এবং সর্বোনিকৃষ্ট বিষয় নতুন উদ্ভাবিত বিষয়।"

ইবনে আব্বাস رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا বলেন, "আল্লাহ মু'মিনদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকার আদেশ করেছেন, তিনি তাদেরকে মতবিরোধ ও বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহ তা'আলার দ্বীন নিয়ে ঝগড়া ও বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।"

সম্মানিত তাবিঈ শিহাব ইবনে যুহরী رَحِمَهُ ٱللَّهُ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, "আমাদের আলিমদের মধ্য থেকে যারা অতিবাহিত হয়েছেন তারা বলতেনঃ দৃঢ়ভাবে সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরাতে মুক্তি রয়েছে।"

ইমাম আওযায়ী رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, "তোমার উপর আবশ্যক হচ্ছে সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, যদিও মানুষ তোমাকে পরিত্যাগ করে। আর তুমি ব্যক্তি মতামত থেকে সাবধান থাকবে যদিও তারা তোমাকে সাজিয়ে বলে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে তুমি সঠিক পথেই রয়েছো।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কুরআন ও সুন্নাহ'কে অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে। ফলে তারা হক্বের অনুসরণ করে এবং সৃষ্টির প্রতি দয়ালু হয়।"[10]

তিনি رَحِمَهُ الله আরো বলেন, "ফিতনাহ ও বিভক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা বর্জন করার কারণেই হয়। আল্লাহ তা'আলা হক্ব (সত্য) ও ইনসাফের আদেশ করেছেন। আর ফিতনাহ সংঘটিত হয় হক্ব বর্জন করা অথবা সবর বর্জন করার কারণে।" তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি এখানেই শেষ।

০২. মতবিরোধ ও মতানৈক্যের আরেকটি কারণ হল - কিছু স্বল্প ইলমের অধিকারী ও অপরিপক্ক শিক্ষার্থীদের বিদ'আত থেকে সুন্নাহ'কে পার্থক্য না করা - যারা নিজেদেরকে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে গণ্য করে। তাই আপনি তাদের একজনের অবস্থা এমন পাবেন যে, সে নিজেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত দাবি করে এবং মনে করে সুন্নাহ তার সাথেই রয়েছে এবং তার প্রতিপক্ষ পথভ্রষ্ট বিদআতি। কখনো সে কাফিরও বলে ফেলে। আর এ থেকেই বিভক্তি ও অনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

সুন্নাহ হল, আল্লাহ ও তার রাসুল যা আদেশ করেছেন। বিদআত হল, আল্লাহ যেটাকে দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

তিনি سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى বলেন,

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾

"সুতরাং জিজ্ঞাসা কর জ্ঞানীদের নিকট যদি তোমরা না জান।"[11]

---

[10] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩/২৭৯

[11] সুরা আম্বিয়া - ০৭

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের থেকে একেবারে ইলম উঠিয়ে নিবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি একজন আলিমও অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ছাড়াই ফাতাওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।"

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন رَحِمَهُ اللهُ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই এই ইলম হল দ্বীন। তাই আপনারা কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করবেন সেটা লক্ষ্য রাখুন।" তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

বিদআতি পথভ্রষ্ট নেতাদের বৈশিষ্ট্যঃ

তারা তাদের চটকদার শারয়ী বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে বাতিলকে ছড়াতে থাকে। যেমন- তাওহীদের সম্মান, মিল্লাতে ইবরাহীম, নির্ভেজাল তাওহীদ ও শুধুমাত্র আহলুস সুন্নাহকে রক্ষা করা এবং ইত্যাদি বিষয়াদি। যেমন খাওয়ারিজরা আলী ইবনে আবি তালিব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর ব্যাপারে বলেছিল, "হুকুম বা ফায়সালা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।" তারা আরো বলেছিল, "আমরা মানুষ বা ব্যক্তিদের বিচারক মানি না। আমরা আল্লাহর হুকুম চাই।" আহলুল ইলমগণের নিকট এই সকল কথার মর্ম অস্পষ্ট ছিল না। যেমন নকল মুদ্রা দক্ষ মুদ্রা ব্যবসায়ীর নিকট অস্পষ্ট নয়। আর আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হারূরীদের কথার উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন। তার নিকট তাদের কথা 'হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য' অস্পষ্ট ছিল না। যেমন জাহিলদের নিকট ছিল। ফলে তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেছিলেন, "হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন

আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।"[12]

অতএব আপনারা কি জানেন তারা কি বলছে? তারা বলছে কোন নেতৃত্ব নেই। হে লোক সকল! কেবলমাত্র একজন আমিরই - নেককার হোক অথবা পাপিষ্ঠ - আপনাদের সংশোধন করতে পারবে।"[13]

সহিহ মুসলিমে রাসুল ﷺ এর গোলাম উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি থেকে বর্ণিতঃ যখন হারূরীরা বের হয়েছিল - তিনি আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সাথেই ছিলেন - তখন তারা বলেছিল, হুকুম বা ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বললেন, "কথা সত্য, এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ﷺ কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আর অবশ্যই আমি তাদের বৈশিষ্ট্য এই সকল লোকদের মধ্যে অনুধাবন করছি। তারা মুখে সত্য বলছে কিন্তু তাদের এটা অতিক্রম করে না - এটা বলে তিনি তার কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করেছেন - তারা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক।"

নববী رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "তার উক্তি 'তারা বলছে হুকুম বা ফায়সালা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য' আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বললেন, 'কথা সত্য এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল' এর অর্থ হল - কথাটির ভিত্তি সঠিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

"হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।"[14] কিন্তু তারা এর মাধ্যমে আলী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল।" তার رَحِمَهُ اللَّهُ এর উক্তি শেষ।

---

[12] সুরা রূম - ৬০

[13] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা - ৭/৫৬২/৩৭৯৩১

[14] সুরা ইউসুফ - ৪০

একারণে সত্যান্বেষনকারীর জন্য আবশ্যক হল ‘হক্ব’কে তার সম্ভাব্য স্থান থেকে তালাশ করা, অপরিপক্ক শিক্ষার্থী, রটনাকারী ও পথভ্রষ্ট আলেমদের থেকে নয়।

আহলুল ইলমগণের মধ্য থেকে সুফইয়ান ইবনে উআইনা এবং অন্যান্যরা যেমন- ইমাম আহমাদ ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক - তারা বলেছেন, “মানুষ যখন কোন বিষয়ে ইখতিলাফে জড়িয়ে পরে তখন আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখ সারিতে অবস্থানরতগণ কোন বিষয়ের উপর রয়েছেন। কেননা আল্লাহ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ج ﴾

“আর যারা আমাদের রাস্তায় জিহাদ করে অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব।”[15]

হে আমার মুজাহিদ ভাই! তাহলে আপনি যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখ সারিতে অবস্থানরত আলেমগণকে কিভাবে পরিত্যাগ করছেন যারা জিহাদ ও ইসলামের ভূমিতে বেরিয়ে পরেছেন? কেমন করে আপনি এই স্বচ্ছ উৎসকে পরিত্যাগ করছেন? অতঃপর আপনি দ্বীন গ্রহণ করার জন্য জাযিরাতুল আরব ও অন্যান্য তাগুতদের বাহুতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের নিকট যাচ্ছেন। যারা তাদেরকে তাকফির করেনি এবং তাদের অস্বীকারও করেনি। বরং তাদের সৈনিক, নিরাপত্তাবাহিনী ও গোয়েন্দাবাহিনী যে সকল ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত তারা তা বর্ণনা না করে তাদের সাথে তারা (ঐ সকল আলেমরা) মিশে গেছে।

হে আমার ভাই! আপনি তাদের কাউকে তাগুতের কারাগারে দেখে প্রতারিত হবেন না। কেননা এটা তার ও তার বক্তব্যের উজ্জ্বল্যকরণ এবং প্রসিদ্ধির কারণ হয়। কারাগারে ভাইদের মাঝে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করা এবং সংশয় সন্দেহ তৈরি করার জন্য তাদের প্রবেশ করানো হয়। আর এ সুযোগটি তাদের জন্য

[15] সুরা আনকাবুত - ৬৯

উপযোগী। যদি তারা হক্ব ও সত্যপন্থী হত তাহলে তারা জিহাদের ভূমিতে বেরিয়ে যেত এবং দারুল ইসলামে হিজরত করত। নিঃসন্দেহে যে তাগুত তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মতবাদের প্রবক্তাদের বর্ণনাগুলোকে আশ্রয় দেয় এবং তাদের বিদআতি রেওয়াজগুলোকে অনুমোদন দেয়, সেই জাহমিয়াদের ও মুরজিয়াদেরকে আশ্রয় দেয় এবং তাদের বিদআত প্রচারের কাজে সাহায্য করে। আর এ দু’টি দিক ও এ দু’টি মতাদর্শ সম্পাদন করে শুধুমাত্র একটি ফলাফলের জন্য। সেটা হল আহলুল হক্বগণকে অপবাদ দেয়া এবং আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় জিহাদ ও হিজরত পরিত্যাগ করা।

হে আমার মুজাহিদ ভাই! আল্লাহ আপনাকে তাগুতদের মুরজিয়া আলেমদের ফাঁদ থেকে রক্ষা করার পরেও কিভাবে আপনি পুনরায় ফিরে গিয়ে সন্দেহ রপ্তানিকারী, সীমালঙ্ঘন প্রচলনকারী তাগুতদের আলেমদের ফাঁদে পরছেন? যাতে তারা আপনাকে আপনার জিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং আপনাকে আপনার হিজরত থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে! ফলে আল্লাহ তা’আলার শত্রুদের মধ্য থেকে তাদের অভিভাবকরা যেন আপনার ভয় থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কতিপয় সালাফগণ বলেন, “আল্লাহ তা’আলা তার বান্দাদের যে আদেশই করেন, তাতে শয়তানের দুইটি ঝোঁক থাকে। হয়তো বাড়াবাড়ির দিকে অথবা ছাড়াছাড়ির দিকে। কেননা দুইটির যেকোনটিতেই সে বিজয়ী ও তৃপ্ত হয়।”

কিভাবে আপনি আহলুল ফিক্বহ্ ও আহলুল ইলমগণের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির ইলমকে বর্জন করছেন, যে আপনার সাথে অস্ত্র বহন করছে, আপনার সাথে একই সারিতে যুদ্ধ করছে - আমি অপরিপক্ব শিক্ষার্থীদের বুঝাচ্ছি না। আপনি আপনার বোধশক্তি ও মস্তিষ্ককে কিভাবে এমন ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করছেন, যে আপনার দ্বীনের নিরাপত্তা চায় না। অথচ সে নিজেই তাগুতদের নম্রতায় নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়ে বসবাস করছে। সে কিভাবে দূর থেকে আপনার জন্য ফায়সালা দেয়?

০৩. মতবিরোধ ও মতানৈক্যের তৃতীয় কারণঃ বাড়াবাড়ি করা। বলা হয় অমুক অমুকের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। অর্থাৎ সে কথা বা কাজের মাধ্যমে তার উপর অত্যাচার বা অন্যায় করেছে এবং সে তার সীমা অতিক্রম করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج ﴾

"তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরেও শুধুমাত্র তাদের পারস্পারিক বাড়াবাড়ির কারণে তারা বিভক্ত হয়েছে।"[16]

আল্লাহ বলেন,

﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج ﴾

"তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরেও শুধু নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ির কারণে তারা মতবিরোধ করেছিল।"[17]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ج وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ صلے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

[16] সুরা শুরা - ১৪

[17] সুরা জাছিয়াহ - ১৭

لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

“সকল মানুষ একটি জাতি ছিল। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন এবং যথাযথভাবে তাদের সাথে কিতাব নাযিল করেছেন মানুষদের মাঝে মিমাংসা করার জন্য যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছিল। এ সত্ত্বেও যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও পারস্পারিক বাড়াবাড়ির কারণেই তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আল্লাহ নিজ করুণায় ঈমানদারদেরকে সেই সত্য পথ দেখিয়ে দিলেন, যে সম্বন্ধে তারা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীরাতে মুস্তাক্বীমের পথ দান করে।”[18]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ শুধুমাত্র বাড়াবাড়ির কারণেই ফিতনাহ ও বিভক্তির দিকে নিয়ে যায়। শুধু ইজতিহাদের কারণে নয়.... সুতরাং গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদের কারণে ফিতনাহ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয় না। বরং বাড়াবাড়ির সাথেই এটা হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক এমন জিনিস যা ফিতনাহ ও বিভক্তিকে আবশ্যক করে সেটা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। হোক তা কোন কথা বা কাজ।”

তিনি رَحِمَهُ اللهُ আরো বলেন, “সাধারণত মু’মিনদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সিফাত, তাক্বদীর, ইমামত ও অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে মূলনীতি ও অন্যান্য মাস’আলার ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সেটা এই প্রকার থেকে। এতে ‘মুজতাহিদে মুছিব’ (সঠিক ইজতিহাদকারী) থাকে এবং ‘মুজতাহিদে মুখত্বী’ (ভুল ইজতিহাদকারী) থাকে। আর যে ভুল করে সে সীমালঙ্ঘনকারী হয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীর এটা কোন ইজতিহাদ নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে যে ব্যাপারে

[18] সুরা বাক্বারাহ - ২১৩

আদেশ করা হয়েছে সে এতে ধৈর্যের কমতি বা অবহেলাকারী হয়।"[19] তার رَحِمَهُاللهُ এর উক্তি শেষ।

নিঃসন্দেহে এটা বাড়াবাড়ি যে, প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হওয়া, তার নিয়তের ক্ষেত্রে তাকে অপবাদ দেওয়া এবং কোন দলীল ব্যতীত সীমালঙ্ঘন, অন্যায় ও অন্ধভাবে কোন মুসলিমকে কুফর অথবা বিদআতের অপবাদ দেওয়া।

ইবনে হিব্বান তার সহিহ গ্রন্থে হুজাইফাহ رَضِيَاللهُعَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এমন ব্যক্তিকে ভয় করি যে কুরআন পড়ে। এমনকি যখন এর সৌন্দর্য তার উপর প্রত্যক্ষ হয় এবং তা ইসলামের সাহায্যকারী হয় তখন আল্লাহ যে দিকে চান সে দিকে এটাকে পরিবর্তন করেন। অতঃপর এটা তার থেকে সরে যায়। সে এটাকে পিছনে ছুড়ে ফেলে, সে তরবারি নিয়ে তার প্রতিবেশির দিকে দৌড়িয়ে যায় এবং সে তাকে শিরকের তুহমত দেয়। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! দুইজনের মধ্য থেকে কে শিরকের সবচেয়ে নিকটবর্তী ? যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে নাকি যে অপবাদ দিয়েছে সে? তিনি বললেন, বরং যে দিয়েছে সে।"

আ'জুররী رَحِمَهُاللهُ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর দয়া ও অনুগ্রহে তিনি আমাদেরকে তার কিতাবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন তারা তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমাদের সম্মানিত মাওলা আমাদের জানিয়েছেন যে, জামাআত ও মিল্লাত থেকে বিভক্তি হয়ে বাতিলের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে যা তাদেরকে প্ররোচিত করে - যে ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এবং অন্যরা যা জানতো না তা তারা জানার পরেও - তা হল কেবলই বাড়াবাড়ি করা এবং হিংসা পোষণ করা। সুতরাং প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি এবং হিংসাই তাদেরকে বিভক্ত হওয়ার দিকে প্ররোচিত করেছে। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়েছে। একারণে

---

[19] আল-ইস্তিক্বামাহ - ১/৩৭

আমাদের সম্মানিত মাওলা আমাদেরকে তাদের মত হয়ে - তারা যেমন ধ্বংস হয়েছে - তেমন ধ্বংস হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। বরং তিনি عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে জামাআত আঁকড়ে ধরার আদেশ করেছেন এবং বিভক্ত হওয়া থেকে তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে নাবী ﷺ আমাদেরকে বিভক্ত হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন এবং আমাদেরকে জামাআতবদ্ধ হওয়ার আদেশ করেছেন। এমনিভাবে মুসলিম উলামাদের মধ্য থেকে আমাদের সালাফ ইমামগণ আমাদের সতর্ক করেছেন। তারা প্রত্যেকেই জামাআতবদ্ধ থাকার আদেশ করতেন এবং বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করতেন।"[20] আ'জুররী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ এর উক্তি শেষ।

আমরা কঠোরভাবে ঐ ব্যক্তিকে অস্বীকার করি, যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসী, নববী, ইবনে হাজার আসক্বালানী ও তাদের মত অন্যান্য আলেমদের - আল্লাহ তাদের সকলকে রহম করুন - তাকফির করে। শারীয়াহ'র সাহায্যকরণ ও ইলম বিস্তারের ক্ষেত্রে উম্মাতে ইসলামের উপর তাদের উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বরং আমরা তাদের মর্যাদা রক্ষা করি, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত চাই এবং তাদের থেকে যে সকল ভুল ও পদস্খলন প্রকাশ পেয়েছে সে ব্যাপারে আমরা উজর পেশ করি।

তাবিঈ ইমামদের একজন শা'বী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, "প্রত্যেক উম্মাতের আলেমরা তাদের সর্বোনিকৃষ্ট শুধু মুসলিমরা ব্যতীত। কেননা তাদের আলেমরা তাদের সর্বোৎকৃষ্ট।"[21]

আর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, "মুসলিম আলেমদের তাকফির করা থেকে বিরত রাখা শারয়ী উদ্দেশ্যের অধিকতর হক্বদার। যদিও তারা ভুল করে।"[22]

---

[20] আশ-শারীয়াহ - ১/২৭০

[21] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৭/২৮৪

[22] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩৫/১০৩

ইমামুল মুজাদ্দিদ শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এমনিভাবে আমরা ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলি না - যার দ্বীনদারিত্ব সঠিক, যার সততা প্রসিদ্ধ, যার আল্লাহ ভীতি ও দুনিয়া বিমুখতা জ্ঞাত, যার জীবন চরিত্র ভালো এবং যে উপকারী ইলম লিপিবদ্ধকরণ ও তাদরীসের জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়ে উম্মাতের নিকট তার নসিহত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি এই মাস'আলা ও অন্যান্য মাস'আলায় ভুল করেন।" তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

আমরা যাদের প্রশংসা করি ও আমাদের উপর বিদ্যমান যাদের অধিকার আমরা রক্ষা করি তাদের মধ্যে দাওলাতুল ইসলামের উমারাগণও রয়েছেন। যেমন- আমীরুল ইসতিশহাদিয়্যীন আবু মুস'আব আয-যারক্বাভী - যিনি হক্ব (সত্য) ও তাওহীদের ঘোষণাকারী, আহলুশ শিরক ও তানদীদের (সমকক্ষ সাব্যস্তকারীদের) বিরুদ্ধে লড়াইকারী ছিলেন। এর পরবর্তী হলেন শাইখুল মুজাহিদ আবু উমার আল-বাগদাদী - যিনি দৃঢ় আক্বীদাহ'র ও সুউচ্চ নীতির অধিকারী, তার মন্ত্রী শাইখুল মুজাহিদ আবু হামজা আল-মুহাজির - যিনি উপকারী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনাকারী, শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী - যিনি ভ্রান্তদের দমনকারী ও কাফিরদের সীমানা ধ্বংসকারী, আলিমে রব্বানী আবু আলী আল-আনবারী এবং দাওলাতুল ইসলামের অন্যান্য উমারাগণ - যারা আল্লাহর রাস্তায় চলে গেছেন। আমরা তাদের ব্যাপারে এমনটাই মনে করি এবং আল্লাহই তাদের হিসাব গ্রহণকারী। আর আমরা আল্লাহর উপরে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করি না।

আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে এই সিরিজে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা হবে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

- মুশরিকদের এবং কাফিরদের তাকফিরের ক্ষেত্রে বিরত থাকার হুকুম।
- ত্বওয়াইফুল মুমতানিআহ'র (শারীয়াহ থেকে নিবৃত্ত দলসমূহ) হুকুম এবং এব্যাপারে ইখতিলাফকারীর হুকুম।

- বহিরাগত কুফরি রাষ্ট্রসমূহে বসবাসকারীদের হুকুম।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কামনা করি, তিনি যেন এই ইলমী সিরিজে বারাকাহ দান করেন এবং এটাকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মুজাহিদগণের বক্তব্যকে একত্রিত করার কারণ বানিয়ে দেন। আমাদের সর্বশেষ কথা হল - সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

দ্বিতীয় পর্বঃ

الحَمْدُ لله ربِّ العٰلمينَ، والعَاقِبةُ للمُتّقِينَ، وَلا عُدوَانَ إلا على الظّالِمينَ

وَأَشْهَدُ أنْ لا إلٰه اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وأَشْهَدُ أنّ

مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ إِمَامُ الأَوّلِينَ والآخِرِينَ، أَمّا بَعْدُ،

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য এবং শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শত্রুতা শুধুমাত্র অত্যাচারিদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই, যিনি সত্য স্পষ্ট মহাঃআধিপতি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল - যিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ইমাম।

অতঃপরঃ

আমরা এই পর্বে আসলুদ-দ্বীন তথা দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করব। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা আসলুদ-দ্বীন পালন করা ব্যতীত কোন ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হয় না।

আসলুদ-দ্বীন কাকে বলে?

আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে তিনি সুবহানাহুর ইবাদাত করা, তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুর ইবাদাত বর্জন করা এবং যে ব্যক্তি তিনি সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

চারটি বিষয়...

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "ইবরাহীম ও মুসা উভয়েই আসলুদ-দ্বীন পালন করেছেন। তা হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে

তার ইবাদাত করা - যার কোন শরীক নেই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরি করে তার সাথে শত্রুতা করা।"[23] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা" শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এটাকে এখানে এই কথায় ব্যক্ত করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরি করে তার সাথে শত্রুতা করা" তাই এই দুই ইবারতের (বর্ণনা) অর্থ একই - মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা এবং আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করা।"[24] তার উক্তি শেষ।

সুতরাং পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলি, যদি কোন ব্যক্তি আসলুদ-দ্বীনের তিনটি বিষয় পালন করে এবং চতুর্থটি পালন না করে, যেমন- আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদাত বর্জন করা অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা - ছেড়ে দেয়। এমন ব্যক্তির ইসলাম কি বিশুদ্ধ হবে?

উত্তর হলঃ না

তাহলে কি বলে তাকে আখ্যায়িত করা হবে?

তাকে একজন কাফির মুশরিক আখ্যায়িত করা হবে।

এই হল আসলুদ-দ্বীন। মুকাল্লাফ (যার উপর শারীয়াহ'র হুকুম বাস্তবায়িত হয়) কোন ব্যক্তির মধ্যে তা পাওয়া না গেলে তার উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে জাহিল বা অজ্ঞ হয়। তার নিকট রিসালাতের হুজ্জাত বা প্রমাণ পৌঁছাক

---

[23] মাজমুউল ফাতাওয়া - ১৬/২০৩

[24] মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ- ৫/২৫৫

অথবা না পৌঁছাক তা সমান। অথবা অন্য শব্দে বলা যায়, তার নিকট কোন রাসুল এসেছে অথবা আসেনি তা সমান।

ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর আত-ত্ববারী رَحِمَهُ الله আসলুদ-দ্বীনের কিছু আলোচনার পর বলেন, "মুকাল্লাফ কোন ব্যক্তির জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিকট কোন রাসুল এসেছে অথবা কোন রাসুল আসেনি, সৃষ্টির কাউকে সে প্রত্যক্ষ করেছে অথবা নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রত্যক্ষ করেনি তা সমান।"[25] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

সে নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকে প্রত্যক্ষ করেনি, অর্থাৎ সে শুধুমাত্র নিজেকেই দেখেছে। যেমন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দূরবর্তী কোন এক দ্বীপে রয়েছে এবং সে নিজেকে ছাড়া অন্য কোন মানুষকে দেখেনি। অতএব আমরা বলি, যখন তার নিকট কোন রাসুল আসবে তার (রাসুল) ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন এর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়ন করাটা আসলুদ-দ্বীনের মধ্যে শামিল হবে। তাই মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত তার ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন এর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়ন করা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা আসলুদ-দ্বীন হল দুইটি সাক্ষ্য দেওয়া।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এই সাক্ষ্য দেওয়া এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল এই সাক্ষ্য দেওয়া।"[26] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

"আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া" এর অর্থ কি?

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই বিশ্বাস করা যে, তিনি পূর্ণ সিফাতসমূহে গুণান্বিত, তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং তিনি সুবহানাহু সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে একক।

---

[25] আত-তাবসীর ফি মা'আলিমীদ-দ্বীন পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১৩২

[26] মাজমুউল ফাতাওয়া- ১/১০

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾

"সৃষ্টি এবং আদেশ তারই।"[27]

- আদেশের মধ্যে কিছু রয়েছে সৃষ্টিগত। অর্থাৎ তিনি সুবহানাহু কোন জিনিসকে বলেন, "হও" ফলে তা হয়ে যায়।

- আদেশের মধ্যে কিছু রয়েছে বিধানগত। কোন জিনিসকে হালাল এবং হারাম করার ক্ষেত্রে তিনিই একক।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "সুতরাং আসলুদ-দ্বীন হল আল্লাহ যেটাকে হারাম করেছেন সেটা ব্যতীত আর কোন হারাম নেই এবং আল্লাহ যে শারীয়াহ প্রণয়ন করেছেন তা ব্যতীত আর কোন দ্বীন নেই। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু 'সুরা আন'আম ও সুরা আ'রাফ' এ মুশরিকদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন একারণে যে, তারা এমন জিনিসকে হারাম করেছে যা আল্লাহ হারাম করেননি এবং এমন জিনিসকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।"[28] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

দ্বিতীয়বারঃ আসলুদ-দ্বীন কি? তা হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে তিনি সুবহানাহুর ইবাদাত করা, তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ইবাদাত বর্জন করা এবং যে ব্যক্তি তিনি সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

আমরা "আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া" এর ব্যাখ্যা করেছি। তাহলে "এককভাবে তিনি সুবহানাহুর ইবাদাত করা, তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ইবাদাত বর্জন

[27] সুরা আ'রাফ- ৫৪

[28] মাজমুউল ফাতাওয়া- ২০/৩৫৭

করা এবং যে ব্যক্তি তিনি সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা” এর অর্থ কি?

এর অর্থ হলঃ আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করা, তাওহীদকে ভালবাসা, একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, তাওহীদপন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব করা, শিরক ঘৃণা করা, একে বর্জন করা ও শিরকপন্থীদের সাথে শত্রুতা করা।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন, “জেনে রাখুন! যদি তাওহীদের সৌন্দর্যতা ও শিরকের কদর্যতা আক্বলে জ্ঞাত না হয় এবং ফিতরাতে স্থায়ী না হয়, তাহলে এই আক্বলের ফায়সালার কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। আর এই সিদ্ধান্তটা গুরুত্বপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্তসমূহের একটি এবং আল্লাহ আক্বল (জ্ঞান) ও ফিতরাতে (স্বভাব) যা গঠন করেছেন তা এর সবচেয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত।”[29] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

তাওহীদপন্থীদের সাথে সম্পর্ক করাঃ এটাই হল আল-ওয়ালা তথা মু’মিনদের সাথে সম্পর্ক করা।

মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করাঃ এটাই হল বারা তথা মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

এখানে স্পষ্ট হল যে, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য সম্পর্ক করা ও আল্লাহর জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করা) আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এখানে একটি মাস’আলা রয়েছেঃ তা হল কাফিরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা ও শত্রুতা প্রকাশ করার মাঝে পার্থক্য। অতএব প্রথমটি তথা শত্রুতা পোষণ করা বা শত্রুতার অস্তিত্ব থাকা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়টি তথা শত্রুতা প্রকাশ করা ওয়াজিবাতুদ-দ্বীনের (দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়) অন্তর্ভুক্ত - এটা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

[29] মাদারিজুস সালিকীন- ৩/৪৫৫

শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ-শাইখ رَحِمَهُمُاللهُ বলেন, “শত্রুতা প্রকাশ করার মাস’আলাটি শত্রুতা পোষণ করার মাস’আলা থেকে ভিন্ন। সুতরাং প্রথমটি তথা শত্রুতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা ও ভয়ের কারণে উজর গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾

“তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন কষ্টকর বিষয়ের ভয় কর।”[30] আর দ্বিতীয়টি থাকা অপরিহার্য। কেননা তা কুফর বিত-ত্বাগুতের (তাগুতকে অস্বীকার করা) অন্তর্ভুক্ত। তাগুতকে অস্বীকার করার মাঝে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালবাসার মাঝে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে - যার থেকে একজন মু’মিন বিচ্ছিন্ন হয় না।”[31]

আমরা যেমন বলছিলাম, আসলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসলুদ-দ্বীন ভঙ্গ করবে তার ইসলাম বিশুদ্ধ হবে না এবং তার থেকে কুফরের নামও উঠিয়ে নেওয়া হবে না।

কেন আসলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন বোধশক্তি সম্পন্ন পুরুষ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন নারীর জাহালত গণ্য করা হবে না?

এর কারণ এই যে, তা জানা বিষয়, প্রতিশ্রুতি, আবশ্যকীয় ফিতরাত এবং আক্বল দ্বারা প্রমাণিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُاللهُ বলেন, “আসলুদ-দ্বীন হল, আল্লাহর ইবাদাত করা। যার মূলে রয়েছে ভালবাসা, প্রত্যাবর্তন (তাওবা করা) এবং তিনি ব্যতীত সকল কিছুকে বর্জন করা। এটা সেই ফিতরাত যার উপর তিনি

---

[30] সুরা আলে-ইমরান- ২৮

[31] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ-৮/৩৫৯

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"[32] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন, "আর কোন জিনিস আক্বলকে সঠিক করতে পারে যখন তার মধ্যে সত্ত্বাগত শিরকের মন্দত্বের ইলম না থাকে? নিশ্চয়ই শিরকের মন্দত্বের ইলম স্বতঃস্ফূর্ত ও আক্বলের আবশ্যকীয় বিষয় দ্বারা জানা যায়। রাসুলগণ তাদের উম্মাতদেরকে তাদের আক্বল ও ফিতরাতে থাকা কদর্যতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।"[33] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম, যার মধ্যে আসলুদ-দ্বীন পাওয়া যাবে না তাকে কুফরের হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা শর্ত নয়। অর্থাৎ যার মধ্যে আসলুদ-দ্বীন পাওয়া যাবে না তাকে আমরা কুফরের হুকুম দিব। তার উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হোক অথবা না হোক উভয়ই সমান। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বলি, এই মাস'আলা অর্থাৎ আসলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তা সকল ফিতরাত ও আক্বলের মধ্যে স্থিতিশীল আবশ্যকীয় জানা বিষয়। এ কারণেই যে ব্যক্তি আসলুদ-দ্বীন ভঙ্গ করবে সে মুশরিকে পরিণত হবে। কিন্তু দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির বিষয়টি তার নিকট রিসালাতের হুজ্জাত পৌঁছানোর উপর নির্ভরশীল হবে।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন, "হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা না হওয়া ও তা চেনার সক্ষমতা না থাকার কারণে জাহালতের কুফরির ব্যাপারে আল্লাহ শাস্তিকে নিষেধ করেছেন। যতক্ষণ না রিসালাতের হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হয়।"[34] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

প্রশ্নঃ কোন জিনিস আসলুদ-দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়?

উত্তরঃ শিরক

---

[32] মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৪৩৮

[33] মাদারিজুস সালিকীন- ১/২৫৩

[34] ত্বরিক্বুল হিজরতাইন- ৪১৪

যেমনটা আসলুদ-দ্বীনের পরিচয়ে আমরা বলেছিলাম - তা হল আল্লাহকে স্বীকৃতি দেওয়া, এককভাবে তিনি সুবহানাহুর ইবাদাত করা, তিনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ইবাদাত বর্জন করা এবং যে ব্যক্তি তিনি সুবহানাহুর সাথে শিরক করে তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

অতএব 'আল্লাহর সাথে শিরক করা' আসলুদ-দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয় ও বাতিল করে দেয়।

*** শিরকের শারয়ী অর্থ কি?**

▲ আল্লাহ তা'আলার সাথে তার রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত অথবা আসমাউস-সিফাতের ক্ষেত্রে কোন সমকক্ষ বা শরীক সাব্যস্ত করা।

শিরকে রুবুবিয়্যাতের উদাহরণঃ আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, পরিচালক, ফায়সালাকারী অথবা বিধান প্রণয়নকারী নির্ধারণ করা।

শিরকে উলুহিয়্যাতের উদাহরণঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সিজদা করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা অথবা যবেহ করা।

শিরকে আসমাউস-সিফাতের উদাহরণঃ এগুলো (আসমাউস-সিফাত) থেকে খালি হওয়া। যেমন- আল্লাহর থেকে ইলম, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি নাকচ করা অথবা তিনি سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى কে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা উপমা দেওয়া।

এই সকল শিরকের ক্ষেত্রে কোন মুশরিকের জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তা আসলুদ-দ্বীনকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى কুরআনুল কারীমে অন্ধ অনুসরণকারী এবং অনুকরণকারীদেরকে কুফরের হুকুম দিয়েছেন এবং তিনি আহলে কিতাবদের জাহালত থাকা সত্ত্বেও তাদের উম্মীদের তথা নিরক্ষরদের কুফরের হুকুম দিয়েছেন। নাবী ﷺ এর আগমনের পূর্বে তিনি আরবের মুশরিকদের জাহালতকে কুফরের হুকুম দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ

করবে সে জাহান্নামে থাকবে। যদিও সে নাবী ﷺ এর আগমনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। কেননা মুশরিকরা ইবরাহীমের দ্বীন হানিফিয়্যাত (ইসলাম) কে পরিবর্তন করে শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। অথচ এব্যাপারে তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হুজ্জাত নেই। শিরকের কদর্যতা ও এব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তির হুমকির বিষয়গুলো পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল রাসুলগণের দ্বীনের চলমান একটি জানা বিষয়। আর মুশরিকদের জন্য আল্লাহর শাস্তির সংবাদগুলো যুগের পর যুগ ধরে জাতিসমূহের মাঝে প্রচলিত। তাই মুশরিকদের উপর সর্বদাই আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ফিতরাত ও আক্বলের মধ্যে এটা অসম্ভব হয় যে, আল্লাহর সাথে আরো একজন ইলাহ রয়েছে। যদিও তিনি সুবহানাহু এককভাবে ফিতরাতের চাহিদার কারণে শাস্তি দিবেন না। তথাপি পৃথিবীতে (তাওহীদের দিকে) রাসুলগণের দাওয়াত পৃথিবীবাসীর জন্য একটি সুপরিচিত জানা বিষয়। সুতরাং রাসুলগণের দাওয়াতের বিরোধিতার কারণে একজন মুশরিক আযাবের হক্বদার হয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।” তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

নাবী ﷺ এর আগমনের পরে মুশরিকদের জাহালত, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো কঠিন। কেননা তাদের অধিকাংশ জাহালত নবী ﷺ এর রিসালাতকে উপেক্ষা করার কারণে। শুধুমাত্র উপেক্ষা করাটা কুফর। তাহলে সেটা কেমন হবে যদি এর সাথে শিরক থাকে?

শাওকানী رَحِمَهُ الله বলেন, “যে ব্যক্তি জাহিল অবস্থায় শিরকে পতিত হবে তার উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমনের মাধ্যমে সকল সৃষ্টির উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি অজ্ঞ থাকবে সে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখতার কারণে নিজের পক্ষ থেকেই অজ্ঞ থাকবে। অথচ তাতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন তিনি সুবহানাহু কুরআনে বলেন,

﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾

"তাতে প্রত্যেক বস্তুর জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত এবং রহমত রয়েছে।"[35]

এমনিভাবে সুন্নাহ'তেও রয়েছে - আবু যার رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তিনি এমন কোন পাখি রেখে যাননি যা আসমান ও যমিনের মাঝে তার দুই ডানা পরিবর্তন করে। তবে তিনি ﷺ আমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে ইলম (জ্ঞান) বর্ণনা করে গেছেন।"

অথবা তিনি এমনটি বলেছেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি জাহিল থাকবে তা তার বিমুখ হওয়া বা উপেক্ষা করার কারণে। আর বিমুখ হওয়া বা উপেক্ষা করার কারণে কোন ব্যক্তির উজর গ্রহণযোগ্য হবে না।" তার رَحِمَهُ اللَّهُ এর উক্তি শেষ।

শিরকের ক্ষেত্রে জাহিল ব্যক্তির উজর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দলিল অনেক এবং আসলুদ-দ্বীনকে বাতিল করে দেয় এমন বিষয়ের দলিলও অনেকঃ

যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

"একটি দলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং অপর দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[36]

ত্বারী رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "তিনি তা'আলা তার আলোচনায় বলেন, "নিশ্চয়ই একটি দলের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর পথ থেকে গোমড়া হয়ে গিয়েছিল এবং মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে বিপথে চলে গিয়েছিল।

---

[35] সুরা নাহল- ৮৯

[36] সুরা আ'রাফ- ৩০

এইভাবে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা যে বিষয়ের উপর ছিল সে ব্যাপারে ভুল ও অজ্ঞতার মধ্যে ছিল। তারা তা এই ভেবে করেছিল যে, তারা হিদায়াত ও সত্য পথের উপর রয়েছে এবং তারা যা করেছে ও যে বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে তা সঠিক। এটা ঐ ব্যক্তির ভুল কথার বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলিল, যে মনে করে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না যে অপরাধে লিপ্ত হয় এবং গোমরাহী আক্বীদাহ পোষণ করে। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে এর (অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতার) সঠিক দিকগুলো জানে। অতঃপর তার রবের অবাধ্য হয়ে তাতে লিপ্ত হয়। বিষয়টি যদি এমন হত, তাহলে ভ্রষ্ট দলের মাঝে - যে বিপথগামী অথচ মনে করে সে হিদায়াতের উপর রয়েছে - এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত দলের মাঝে কোন পার্থক্য থাকতো না। অথচ আল্লাহ এই আয়াতে এ দুই দলের নাম ও হুকুমের মাঝে পার্থক্য করেছেন।"[37] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

শিরকের ক্ষেত্রে জাহিল ব্যক্তির উজর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে দলিলঃ
আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

"আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের ঐ সকল লোকদের সংবাদ দিব? যারা কর্মের দিক দিয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত! তারাই সেই লোক, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা মহৎ কাজ করছে।"[38]

---

[37] তাফসীর আত-ত্বারী - ১২/৩৮৮

[38] সুরা কাহফ - ১০৩-১০৪

ত্বাবারী رَحِمَهُ الله বলেন, "এটা ঐ ব্যক্তির ভুল কথার বিরুদ্ধে উত্তম দলিল - যে মনে করে, জ্ঞান থাকার পরে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে কুফরি করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ আল্লাহর সাথে কুফরি করে না। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। এই আয়াতে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, দুনিয়াতে যাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা গোমরাহির দিকে নিয়ে যায়। অথচ তারা মনে করে তাদের কর্মে তারা সৎকর্মশীল। তিনি سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে। যদি ব্যাপারটা এমন হত - যেমন ঐ সকল ব্যক্তিরা মনে করে, যে ব্যক্তি জানে সে ব্যতীত কেউ আল্লার সাথে কুফরি করে না। তাহলে আল্লাহ যাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন - "তারা মনে করে তাদের কর্মে তারা সৎকর্মশীল"- তাদের কর্মের কারণে তারা সওয়াব প্রাপ্ত ও প্রতিদান প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে যেত। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তারা যা বলে এর বিপরীত। তাই তিনি جَلَّ ثَنَاؤُهُ তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে এবং তাদের সমস্ত আমল বাতিল।"[39] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

ঠিক আছে, যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে শিরক ও কুফরের হুকুম দিব তখন এর জন্য কি বাধ্যতামূলক হবে?

কোন ব্যক্তির উপর শিরক ও কুফরের হুকুম দেওয়ার কারণে তার মাঝে ও আমাদের মাঝে ঈমানী **ওয়ালা (সম্পর্ক) ছিন্ন করা** বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। যদিও সে জাহিল (অজ্ঞ) হয়। আল্লাহ ত'"আলার নিকট তাওবা করে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও তার যবেহকৃত বস্তু খাওয়া যাবে না। এমনিভাবে যদি সে এর উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করাও যাবে না এবং আল্লাহ মুসলিমদের জন্য যে সকল অধিকার ও অন্যান্য হুকুম আবশ্যক করেছেন তা তাদের উপর আরোপিত হবে না। আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার শাস্তির বিষয়টি রিসালাতের

[39] তাফসীরে ত্বাবারী- ১৮/১২৮

হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর নির্ভর করবে। এটাই আলেমদের সঠিক কথা। এর দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

"কোন রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমরা কাউকে শাস্তি দান করি না।"[40]

তিনি বলেন,

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ

"যদি আমরা এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, অবশ্যই তারা বলতঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম।"[41]

আমরা নিশ্চিত যে, অবশ্যই এই উম্মাতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি শিরকে পতিত হবে সে মুশরিক কাফির। যদিও সে দুই শাহাদাত উচ্চারণ করে ইসলামের দাবি করে।

তিনি তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

---

[40] সুরা বানী ইসরাইল-১৫

[41] সুরা ত্বহা-১৩৪

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"নিশ্চয়ই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তাহলে অবশ্যই আপনার আমল বিনষ্ট হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন'।"[42]

আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام গণের কথা আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"এটি আল্লাহর হিদায়াত, তার বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান এর মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন। আর যদি তারা শিরক করত তাহলে তাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে যেত।"[43]

এই আয়াতসমূহ শক্তিশালী প্রমাণ বহন করে যে, নিশ্চয়ই শিরকের মাধ্যমে ইসলাম নষ্ট হয়ে যায়। এই উম্মাতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি শিরক করবে সে কাফির। যদিও সে দুই শাহাদাত (কালিমাতুশ শাহাদাত) মুখে উচ্চারণ করে ও ইসলামের অন্যান্য নিদর্শন পালন করে।

আমরা দুইটি মাস'আলা বর্ণনার মাধ্যমে শেষ করবঃ

প্রথমঃ যদি কোন মানুষ আসলুদ-দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর ইবাদাত করে, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে এবং তার রাসুল ﷺ এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু সে আসলুদ-দ্বীনের পরিভাষা জানে না।

[42] সুরা যুমার- ৬৫

[43] সুরা আন'আম- ৮৮

এই অর্থে যে, যদি আপনি তাকে প্রশ্ন করেন- আসলুদ-দ্বীন কি? সে ইতস্তত করবে অথবা জাবাব দিবে না। সুতরাং সে আসলুদ-দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে এর পরিভাষা না জানা তাকে কোন ক্ষতি করবে না। তাই এই সকল মাস'আলা ও তাৎপর্যের পরিভাষা জানা না থাকা তার কোন ক্ষতি করবে না।

আমরা যা উল্লেখ করলাম এর দলিল সহিহাইনে বর্ণিত হয়েছে - বুখারীর শব্দে মু'আয ইবনে জাবাল رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর পিছনে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, হে মু'আয! আমি বললাম, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। অতঃপর তিনি এভাবে তিনবার করে বললেন,"তুমি কি জানো বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক্ব রয়েছে?" আমি বললাম না। তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হল তারা তার ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।"

সুতরাং বান্দাদের উপর আল্লাহর হক্বের বিষয়টি মু'আয رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর না জানার ঘোষণা তাকে শিরক অথবা কুফরে পতিত করেনি। কেননা তিনি এই হক্ব সম্পাদনকারী ছিলেন। যদিও তিনি এই অর্থের শারয়ী পরিভাষা জানতেন না।

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ

আমরা আসলুদ-দ্বীন সম্পর্কে যা আলোচনা করেছি, এর আরো একটি মাস'আলা।

কতিপয় তালিবুল ইলমদের নিকট আসলুদ-দ্বীনের এই মাস'আলাটি গোপন থেকে যায়। তা হল, 'মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও মু'মিনদের সাথে ওয়ালা বা বন্ধুত্ব করা'। তাই তারা ধারণা করে, মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও মু'মিনদের সাথে ওয়ালা করা ওয়াজিবাতুদ-দ্বীনের (দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়) অন্তর্ভুক্ত, আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা তারা এ ব্যাপারে দ্বিধায় ভোগে। সুতরাং এই ব্যক্তিকে আসলুদ-দ্বীন ভঙ্গকারী হিসেবে

গণ্য করা হবে না। যতক্ষণ সে মুশরিকদের থেকে বারা ও মু’মিনদের সাথে ওয়ালা বাস্তবায়ন করবে।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ رَحِمَهُ الله বলেন, “মুসলিমের এটা জানা যথেষ্ট যে, আল্লাহ তার উপর মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা ফরজ করেছেন এবং তার উপর মু’মিনদের সাথে ওয়ালা ও মুহাব্বাত করা ওয়াজিব করেছেন। আর তিনি অবহিত করেছেন যে, এটা ঈমানের শর্তসমূহের একটি। তিনি ঐ ব্যক্তির ঈমানকে নাকচ করেছেন, যে এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করে “যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যায়। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, অথবা নিকটাত্মীয় হয়।”[44] এটা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ অথবা আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ যার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে অনুসন্ধান করার দায়িত্ব দেননি। শুধুমাত্র আমাদের এটা জানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ফরজ করেছেন ও ওয়াজিব করেছেন এবং এর উপর আমল করাও ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং এটা আবশ্যকীয় পালনীয় ও সিদ্ধান্ত যাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানতে পারবে তা উত্তম ও অধিক কল্যাণকর কাজ। যে ব্যক্তি এটা জানতে পারেনি তাকে তা জানার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। বিশেষভাবে যখন এতে ঝগড়া ও মতানৈক্য হয়। যা মন্দ ইখতিলাফ ও এমন মু’মিনদেরকে দলাদলির দিকে ধাবিত করে - যারা ঈমানের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো পালন করে, আল্লাহর জন্য জিহাদ করে, মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করে এবং মুসলিমদের সাথে ওয়ালা করে।”[45] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

এখানে আমরা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। আমরা আল্লাহ তা’আলার নিকট কামনা করি, তিনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন সে অনুযায়ী উপকৃত করেন,

---

[44] মুজাদালাহ - ২২

[45] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ- ৮/১৬৬

হক্বের জন্য আমাদের কথাকে এক করে দেন এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত মাহদিয়্যীনদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমাদের সর্বশেষ কথা হল, সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর।

তৃতীয় পর্বঃ

মুশরিকদের তাকফির করা

الحَمْدُ لله ربِّ العٰلمِينَ، والعَاقِبةُ للمُتّقِينَ، وَلا عُدوَانَ إلا على الظّاِلمِينَ

وَأَشْهَدُ أنْ لا إلٰه اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وأَشْهدُ أنّ

مُحَمّدًا عَبْدُه ورَسُولُه إِمَامُ الأوّلِينَ والآخِرِينَ، أمّا بَعْدُ؛

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য এবং শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শত্রুতা শুধুমাত্র অত্যাচারিদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই, যিনি সত্য স্পষ্ট মহাঃআধিপতি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল - যিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ইমাম।

অতঃপরঃ

আল্লাহর সাহায্যে আমরা এই পর্বে মুশরিকদের তাকফির (কাফির সাব্যস্ত) করা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করব। আমরা এই পর্বে দুইটি মাস'আলা সম্পর্কে কথা বলবঃ

- **প্রথম মাস'আলাঃ আমরা এখানে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিব। তা হল, দ্বীনের মধ্যে 'তাকফির করা' এর স্তর বা স্থান কি?**
- **দ্বিতীয় মাস'আলাঃ আমরা এখানে মুশরিকদের তাকফির করার ক্ষেত্রে বিরত থাকা ব্যক্তির কুফরির কারণ ও হেতু উল্লেখ করব**

এব্যাপারে আলোচনা শুরু করার পূর্বে - যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির সাব্যস্ত করেনা তার কুফরির ব্যাপারে আমরা আহলুল ইলমগণের কিছু নছ (বক্তব্য)

উপস্থাপন করব।

আবুল হাসান আল-মালাত্বী আশ-শাফী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “সকল আহলুল ক্বিবলার লোকদের মাঝে এব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই, যে ব্যক্তি কোন কাফিরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।”[46] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

ক্বাযী ইয়ায رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “আমরা ঐ ব্যক্তিকে তাকফির করি যে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করে না - যে মুসলিমদের মিল্লাত ব্যতীত অন্য মিল্লাতের (ধর্ম) প্রতি নতিস্বীকার করে অথবা তাদের ব্যাপারে ইতস্তত করে অথবা সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতকে সঠিক মনে করে। যদিও সে এর সাথে সাথে ইসলাম প্রকাশ করে, ইসলাম বিশ্বাস করে এবং তা ব্যতীত অন্য সকল মত বাতিল হিসেবে বিশ্বাস করে। সে এর বিপরীতে যাই প্রকাশ করুক না কেন সে একজন কাফির।”[47] তার উক্তি শেষ।

নববী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কাউকে তাকফির করে না - যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রতি নতিস্বীকার করে - যেমন খৃষ্টান অথবা তাদের তাকফির করার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মাজহাব (মত) কে সঠিক মনে করে সে কাফির।”[48]

হাজ্জাওয়ী رَحِمَهُ اللهُ এ বিষয়ের উপর নছ (বক্তব্য) লিখেছেন যে, “নিশ্চয়ই যে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করে না - যে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের প্রতি নতিস্বীকার করে, যেমন - খৃষ্টান অথবা তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতকে সঠিক মনে করে সে কাফির।”[49] তার উক্তি শেষ।

---

[46] আত-তানবিহ ওয়ার রাদ্দু আলা আহলিল-আহওয়া ওয়াল-বিদআহ - ৪০

[47] আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুক্বুক্বিল-মুস্তফা -২/২৮৬

[48] রওদাতুত-ত্বলিবীন- ১০/৭০

[49] আল-ইক্বনা-৪/২৯৮

বুহুতী رَحِمَهُ اللهُ ঐ ব্যক্তিকে তাকফির করার ব্যাপারে নছ লিখেছেন, "যে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করে না - যে ইসলামের দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীনের প্রতি নতিস্বীকার করে যেমন - আহলে কিতাব অথবা তাদের কুফরিতে সন্দেহ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে সে একজন কাফির।"[50]

শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "যে ব্যক্তি মুশরিকদের তাকফির করে না অথবা তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে, সে সকলের ঐক্যমতে কাফির হয়ে যাবে।"[51] তাদের رَحِمَهُمُ اللهُ উক্তি শেষ।

▲ এখন আমরা প্রথম মাস'আলা বর্ণনা শুরু করব। তা হল কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়াঃ

দ্বীনের মধ্যে তাকফিরের স্তর বা স্থান কি?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই তাকফির করা একটি শারয়ী হুকুম। যেখানে আক্বলের কোন স্থান নেই এবং তাকফির করা আসলুদ-দ্বীনের মাস'আলা ও মূল অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। যার আলোচনা আমরা বিগত পর্বে করেছি। সুতরাং মুশরিকদের তাকফির করা ওয়াজিবাতুদ-দ্বীনের (দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়) অন্তর্ভুক্ত। তা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাহলে আসলুদ-দ্বীন এবং ওয়াজিবাতুদ-দ্বীন এর মধ্যে পার্থক্য কি?

পার্থক্য হলঃ নিশ্চয়ই আসলুদ-দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা পরিত্যাগকারী অথবা এর কিছু অংশ পরিত্যাগকারীর উপর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করা শর্ত নয়।

তাকফির করা শারয়ী একটি হুকুম। যার ক্ষেত্রে জাহালত ও তা'ওয়ীলের

---

[50] শরহু মুনতাহা আল-ইবাদাত- ৩/৩৯৫

[51] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহা- ১০/৯১

(ব্যাখ্যার) উজর গ্রহণযোগ্য।

অতঃপর তাকফির করা একটি স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অনেকগুলো স্তর রয়েছে। এর সর্বোচ্চটি, যা আবশ্যকীয়ভাবে দ্বীন থেকে জানা যায়। যেমন ঐ সকল ব্যক্তিদের তাকফির করা, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে তার কিতাবে তাকফির করেছেন। যেমন- ইবিলিস, ফিরআউন এবং প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তি যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের প্রতি নতিস্বীকার করে, যেমন - ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মূর্তির ইবাদাতকারীদের ধর্মের প্রতি।

তাকফিরের সর্বোনিম্ন স্তরটি হলঃ যার তাকফিরের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন - সালাত পরিত্যাগকারী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

এ দুইটির মাঝে বিপরীতমুখী কিছু স্তর রয়েছে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে আগামী পর্বে আমরা তা আলোচনা করব।

আমরা বলি, নিশ্চয়ই তাকফির করা ওয়াজিবাতুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি একটি শারয়ী হুকুম। শারয়ী দলিল ব্যতীত যার কোন উৎস নেই এবং যেখানে আক্বলের কোন স্থান নেই। আর আহলুল ইলমগণ এব্যাপারে পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা লিখেছেন ও জোর তাগিদ দিয়েছেন। তাদের কিছু উক্তি আপনাদের সামনে পেশ করছিঃ

ক্বাযী ইয়ায رَحِمَهُاللهُ বলেন, "পরিচ্ছেদ - এমন বিষয় প্রসঙ্গে - কিছু কথা কুফর এবং যে ব্যাপারে ইতস্তত করা হয় অথবা যে ব্যাপারে ইখতিলাফ করা হয় এবং যা কুফর নয়। আপনি জেনে রাখুন! এই অধ্যায় প্রমাণিত করা এবং এব্যাপারে সন্দেহ দূর করার **উৎস হল শারীয়াহ। যাতে আক্বলের কোন স্থান নেই।**"[52] তার উক্তি শেষ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُاللهُ বলেন, "তাকফির করা **একটি**

[52] আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুক্কুক্বিল মুস্তফা -২/২৮২

শারয়ী হুকুম - যা সম্পদ বৈধকরণ, রক্ত ঝরানো এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থানের হুকুমের দিকে ফিরে যায়। তাই তা গ্রহণের উৎস শারয়ী অন্যান্য আহকাম গ্রহণের উৎসের মতই।"[53]

তিনি رَحِمَهُ الله বলেন, "**সুতরাং কুফর এবং ফিসক্ব শারয়ী আহকামের অন্তর্ভুক্ত। এটা ঐ সকল আহকাম নয় যার ব্যাপারে আক্বল স্বাধীন হয়।** তাই সেই ব্যক্তি কাফির - যাকে আল্লাহ এবং তার রাসুল কাফির সাব্যস্ত করেছেন। ফাসিক সে, যাকে আল্লাহ ও তার রাসুল ফাসিক সাব্যস্ত করেছেন। যেমনিভাবে মু'মিন ও মুসলিম সে, যাকে আল্লাহ ও তার রাসুল মু'মিন এবং মুসলিম করেছেন। তার এ কথা পর্যন্ত - সুতরাং এ সকল মাস'আলা শারীয়াহ দ্বারা সাব্যস্ত।"[54]

তিনি رَحِمَهُ الله আরো বলেন, "ঈমান এবং কুফর এ দুটিই আহকামের অন্তর্ভুক্ত যা রিসালাত ও শারয়ী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। যাতে করে মু'মিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য করা যায়। **শুধুমাত্র আক্বলী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত নয়।**"[55] তার উক্তি শেষ।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন,

"কুফর আল্লাহ অতঃপর তার রাসুলের হক্ব

যা নছ (কুরআন ও সুন্নাহ) দ্বারা সাব্যস্ত, কোন ব্যক্তির কথা নয়।

জগৎসমূহের রব এবং তার বান্দা (রাসুল)

যাকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন সেই কাফির। "

---

[53] বাগিয়্যাতুল মুরতাদ ফি-রাদ্দি আলা মুতাফালসাফাতি ওয়াল ক্বরামাত্বী ওয়াল বাত্বিনিয়্যাহ - ৩৪৫

[54] মিনহাজুস-সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ -৫/৯২

[55] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩/৩২৮

ইবনুল ওয়াযির আছ-ছনআনী رَحِمَهُاللهُ বলেন,"নিশ্চয়ই কুফর এবং ফিসক্বের জন্য শুধুমাত্র শ্রুত কথাই অকাট্যভাবে দলিল হয়। **আর এতে কোন বিতর্ক নেই।**"[56] তার উক্তি শেষ।

এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলি, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তির কোন কাফির, মুশরিক অথবা তাদের কোন এক দলের ব্যাপারে শারয়ী হুকুম জানা না থাকবে তার হুকুম ঐ ব্যক্তির হুকুমের ন্যায় হবে না, যে শিরক করে। কেননা যে ব্যক্তি শিরক করে সে আসলুদ-দ্বীন ভঙ্গ করে। যেমনটি গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি। সুতরাং তার হুকুম ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে শারীয়াহ অথবা ইসলামের ফরজগুলোর কোন ফরজের ব্যাপারে অজ্ঞ। তাই এব্যাপারে যার উপর রিসালাতের হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর এব্যাপারে যার নিকট রিসালাতের হুজ্জাত পৌঁছাবে না, সে কাফির হবে না। এর বিপরীতে যে তাওহীদের ব্যাপারে অজ্ঞ হবে - যা আসলুদ-দ্বীন - নিশ্চয়ই জাহালতের কুফরের কারণে সে কাফির। আহলুল ইলমগণ আসলুদ-দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও শারয়ী ওয়াজিবাতের (শারীয়াহ'র আবশ্যকীয় বিষয়) ব্যাপারে অজ্ঞতার মাঝে পার্থক্যের উপর পর্যায়ক্রমে প্রতিবেদন লিখেছেনঃ

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নাছরুল মারওয়াযী আহলুল হাদিসগণের একদলের কথা নক্বল করেন, "যখন আল্লাহর ব্যাপারে ইলম থাকবে তখন সেটা ঈমান হবে এবং যখন আল্লাহর ব্যাপারে জাহালত বা অজ্ঞতা থাকবে তখন সেটা কুফর হবে। **ফরজসমূহের উপর আমল করা হল ঈমান। আর তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এর ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকাটা কুফর নয়।** তাদের এ কথা পর্যন্ত...... **যে ব্যক্তি এগুলোকে (ফরজসমূহ) অস্বীকার করে সে আল্লাহর সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে কাফির হবে। আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ না আসে তাহলে এ ব্যাপারে তার অজ্ঞতার কারণে সে কাফির হবে না। যে ব্যক্তি মুসলিমদের পক্ষ থেকে সংবাদ শুনেনি তার নিকট সংবাদ**

[56] আল-ওয়াসিম ওয়াল-ক্বাওয়াসিম - ৪/১৭৯

আসার পরেও এ (ফরজসমূহ) ব্যাপারে তার অজ্ঞতা থাকার কারণে সে কাফির হবে না। আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকাটা সর্বাবস্থায় কুফর। সংবাদ আসার পূর্বে এবং সংবাদ আসার পরে।"[57] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

তাকফিরের পূর্বে মাস'আলা প্রকাশ হওয়া এবং গোপন হওয়া অনুযায়ী হুজ্জাত প্রতিষ্ঠার গুণাগুণ এবং এই শর্ত বাস্তবায়নের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুতরাং তাকফিরের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির উপর ইলমের সম্ভাব্যতা অনুসারে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার দ্বিধান্বিত হওয়াটা বিমুখতার কারণে, অজ্ঞতার কারণে নয়। তখন উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে সে ব্যতীত যে ইসলামে নতুন হয় অথবা দূরবর্তী মরুভূমিতে বসবাস করে। কখনো কখনো যে ব্যক্তি এমনটি করে বা এমনটি বলে তার কুফরির উপর শারয়ী দালিলিক নছ বর্ণনা করার মাধ্যমে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হয়। শুধুমাত্র আমভাবে কুরআন পৌঁছানো যথেষ্ট নয়। কখনো কখনো সন্দেহ দূরিকরণ ও বিপরীতমুখী দলিলের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে দলিল বর্ণনা করার মাধ্যমে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিধান্বিত ব্যক্তিদের স্তরসমূহ আলোচনার সময় এই মাস'আলার স্পষ্ট বর্ণনা আসবে।

শারীয়াহ'র ব্যাপারে জাহালত এবং আসলুদ-দ্বীনের ব্যাপারে জাহালতের মাঝে পার্থক্যের উপর অথবা মুশরিকদেরকে তাকফির করা শারীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত, সেটা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় - এর উপর বেশ কিছু দলিল পেশ করা হবে। এর মধ্য থেকে আমি উল্লেখ করছিঃ

নিশ্চয়ই সকল নবীগণ তাদের ক্বওমকে আল্লাহর - যিনি একক ও যার কোন শরীক নেই - ইবাদাতের দাওয়াত দিয়ে শুরু করেছেন। আর যদি তাকফিরের আহকামের ব্যাপারে জাহালত থাকাটা কুফর হত, তাহলে অবশ্যই আসলুদ-দ্বীন বর্ণনার থেকে এর বর্ণনা করাটা এক মূহুর্তও বিলম্বিত হত না।

পার্থক্য হওয়ার আরো একটি দলিল হলঃ নিশ্চয়ই তাকফির করা ওয়াজিবাতুদ -দ্বীনের (দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়) অন্তর্ভুক্ত। এটি (তাকফির করা) একটি

[57] তা'যীমু ক্বদরিস সালাহ -২/৫২০

শারয়ী হুকুম **এবং তা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।** এটা প্রমানিত যে, সাহাবীগণ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ দের মধ্য থেকে কেউ কেউ রিদ্দায় পতিত সম্প্রদায়কে তাকফির করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং তারা তাদেরকে মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যখন ঐ সম্প্রদায়ের কুফরি বর্ণনা সম্বলিত আয়াত নাযিল হল তখন দ্বিধা করার কারণে সাহাবীগণকে তাওবা করতে বলা হয়নি। পক্ষান্তরে এটাও প্রমাণিত যে, সাহাবীগণের কেউ জাহিল বা অজ্ঞ হয়ে শিরকে পতিত হলে তা সত্বেও সাহাবীগণ তাকে তাকফির করেছেন এবং নাবী ﷺ তাকে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণের আদেশ করেছেন। আর এটাই যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত শিরকে পতিত হয় এবং যে ব্যক্তি শারীয়াহ'র বিষয়সমূহে অজ্ঞ হয়, তার পার্থক্যের উপর প্রমাণ।

ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "মক্কার একটি সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের ব্যাপারে তারা নিজেদেরকে গোপন করেছিল। অতঃপর মুশরিকরা তাদেরকে তাদের (মুশরিকদের) সাথে বদরের দিন বের করে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের কেউ আহত হল এবং কেউ নিহত হল। অতঃপর মুসলিমরা বলল, **আমাদের এই সঙ্গীরা মুসলিম যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে তাই আপনারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন!** অতঃপর এ আয়াত নাযিল হল -

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় দূর্বল ছিলাম।

তারা বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস!"[58] তিনি বলেন, মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা আমার নিকট এই আয়াত লিখেছেন এবং এও যে, **তাদের জন্য কোন উজর নেই।** তিনি বলেন, তারা বের হয়েছে। অতঃপর মুশরিকরা তাদের সাথে মিলিত হয়েছে অতঃপর তারা তাদেরকে ফিতনাগ্রস্থ করেছে। এর পর তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

"মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর যখন আল্লাহর রাস্তায় তাদের কষ্ট দেয়া হয়, তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে কোন বিজয় আসে, তখন অবশ্যই তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম। জগতবাসীর অন্তরসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন?"[59], [60]

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং এই সকল মুশরিকদের

---

[58] সুরা নিসা- ৯৭

[59] সুরা আনকাবুত -১০

[60] তাফসীরে ত্ববারী - ৯/১০২- সহিহ সনদে বর্ণিত

হুকুম বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের কথা বলা সত্বেও তারা জাহান্নামের অধিবাসী।"[61] তার উক্তি শেষ।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رَضِيَاللَّهُعَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আর আমি জাহিলী যুগ থেকে নতুন ফিরে এসেছি। অতঃপর আমি লাত ও উজ্জার নামে কসম করে ফেললাম। ফলে আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণ আমাকে বললেন, তুমি তো এক নিকৃষ্ট কথা বলেছ। আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট গিয়ে তাকে সংবাদ দাও। আমরা মনে করি তুমি কুফরি করেছ। অতঃপর আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে অবহিত করি। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তিনবার বল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ', শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় চাও, তোমার বামে তিনবার থুথু ফেল এবং তা আর করবে না।"[62]

ইবনুল ওয়াযীর আছ-ছনআনী رَحِمَهُاللَّهُ এই হাদিসের তা'লীকে বলেন, "এটা নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করার একটি আদেশ।"[63] তার উক্তি শেষ।

ইবনুল আরাবী আল-মালিকী رَحِمَهُاللَّهُ বলেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামে থাকা অবস্থায় সম্মান করার জন্য জোর দিয়ে তার শপথে বলবে, 'লাত ও উযযার শপথ' প্রকৃতপক্ষে সে একজন কাফির।"[64] তার উক্তি শেষ।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ رَحِمَهُاللَّهُ বলেন, "আলিমগণের একদল এটাকে অর্থাৎ সা'দ رَضِيَاللَّهُعَنْهُ এর হাদিস গ্রহণ করে বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করবে সে শিরকের কুফরির মাধ্যমে কাফির হবে। তারা বলেন, একরণেই নাবী ﷺ তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মাধ্যমে

---

[61] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ- ১০/২৪১

[62] নাসাঈ- ৭/৭/৩৭৭৬।

[63] ইছারুল হাক্কী আলাল খলক্ব- ৩৮০

[64] আরিদাতুল আহওয়াযী- ১/২৮

নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং যদি এটা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এমন কুফরি না হত, তাহলে তাকে এই (নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ) ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হত না। আর জুমহুর উলামাগণ বলেন, মিল্লাহ থেকে বের করে দেয় এমন কুফরি তিনি করেন নি। কিন্তু তা শিরকে আছগারের অন্তর্ভুক্ত।"[65] তার উক্তি শেষ।

সুতরাং জাহিলী যুগ থেকে নতুন ফিরে আসা সত্বেও এব্যাপারে সা'দ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উজর গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এব্যাপারে পার্থক্যের উপর প্রমাণসমূহের আরো একটি হলঃ নিশ্চয়ই তাকফির করা ওয়াজিবাতুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা শারয়ী একটি হুকুম। এটা আসলুদ -দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় - যার ক্ষেত্রে কারো উজর গ্রহণ করা হয় না। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ কিছু সংখ্যক মুরতাদকে তাকফির করার ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছিলেন। তাই যখন আল্লাহ তা'আলা ঐ সম্প্রদায়ের কুফরি স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করলেন, তখন তাদের ব্যাপারে যে দ্বিধায় ছিল তাকে নতুন করে ইসলাম গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দুই দল হয়ে গেলে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে

[65] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ - ৫২৯

না।"[66]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,"নাবী ﷺ উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক ফিরে যায়। ফলে নাবী ﷺ এর সাহাবীগণ তাদের ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরেন। তাদের কেউ বলল, আমরা তাদের হত্যা করব। আর বাকি অংশ বলল, না।"[67]

মুজাহিদ رَحِمَهُ ٱللَّهُ থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "একদল লোক মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় এসে পৌঁছাল। তারা মনে করেছিল, তারা মুহাজির। অতঃপর এরপরে তারা ফিরে গেল (মুরতাদ হয়ে গেল)। তাই তারা নাবী ﷺ এর নিকট মক্কায় আসার অনুমতি চাইল, যেন তারা ব্যবসা করার জন্য তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতে পারে। ফলে মু'মিনগণ তাদের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছিল। তাই কেউ বলল, **তারা মুনাফিক্ব।** আর কেউ বলল, **তারা মু'মিন।** অতঃপর আল্লাহ তাদের নিফাক্ব স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিলেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ করলেন।"[68]

এই অর্থেই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং ইবনে আব্বাস رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ মুরসাল সূত্রে তা'বিঈদের একদল থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে - তারা হলেন, ইকরামা, সুদ্দী, ক্বাতাদাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরতুবী رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ

ইমাম ত্ববারী رَحِمَهُ ٱللَّهُ আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন,

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾

[66] সুরা নিসা- ৮৮

[67] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি- সহিহ বুখারী- ২/১০৫/১৩৯৯, সহিহ মুসলিম- ২/৫/৭৮১

[68] ত্ববারী তার তাফসীরে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন - ৮/৯/১০০৫২

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দুই দল হয়ে গেলে, অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।"[69]

তিনি বলেন, "এর অর্থ হলঃ **আল্লাহ তাদেরকে মুশরিকদের হুকুমে ফিরিয়ে দিলেন** - তাদের রক্ত বৈধকরণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি বন্দিকরণের ক্ষেত্রে।"[70] তার উক্তি শেষ।

ইমাম ত্ববারী এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই এই আয়াত এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়েছে। এমনিভাবে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণের ব্যাপারে সালাফদের উক্তিসমূহ উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে সবচেয়ে সঠিক কথা হল ঐ ব্যক্তির কথা - যে বলে, এই আয়াত আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণের ইখতিলাফের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইখতিলাফ) **মক্কার এক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যারা ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।**"[71] তার উক্তি শেষ।

ইবনে আবী যামানীন رَحِمَهُ الله বলেন, "তারা হল মুনাফিক্বদের একটি দল যারা মদিনায় ছিল। অতঃপর তারা সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা মক্কা থেকে ইয়ামামার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী হিসেবে যায়। এর পরে তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তাদের অন্তরের শিরক প্রকাশ করে। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ দুই গ্রুপে। তাদের কেউ বলেন, তাদের রক্ত হালাল হয়েছে, তারা মুশরিক মুরতাদ। আর তাদের বাকি অংশ বলেন, তাদের রক্ত হালাল হয়নি। কেননা তারা ফিতনাগ্রস্থ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বলেন,

[69] সুরা নিসা - ৮৮

[70] তাফসীরে ত্ববারী - ৮/৭

[71] তাফসীরে ত্ববারী - ৮/১৩

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হয়ে গেলে।" [72],[73] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

দলিলসমূহের আরো একটি হলঃ আলিমগণের একদল এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, প্রথমে ওমর ইবনে খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের তাকফির করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। যখন আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তার নিকট তাদের কুফরি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন তখন তিনি তাতে একমত হলেন। অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত থাকার কারণে আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাকে তাওবা করতে বলেন নি।

আর ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে মুরতাদদের ব্যাপারে বলেন, "আমরা কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করব? অথচ আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাই যে ব্যক্তি তা বলবে তার জীবন ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত, আর এর হিসাব আল্লাহর নিকট।"[74]

সালাফদের কতিপয় ইমামগণ বিষয়টির শুরুতে - ঐ ব্যক্তির কুফরির ক্ষেত্রে দ্বিধায় ছিলেন, যে বলে কুরআন (আল্লাহর) সৃষ্টি এবং যারা জাহমিয়্যাদের ব্যাপারে প্রচণ্ড কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কুফরির ব্যাপারে অজ্ঞ। সুতরাং একারণে তারা কাফির হবে না। যখন তাদের নিকট তাদের কুফরির ব্যাপারে দলিল বর্ণনা করা হয়েছে তখন তারা তাদের ব্যাপারে আর দ্বিধায় ছিলেন না।

---

[72] সুরা নিসা - ৮৮

[73] তাফসীরুল কুরআনিল আযীম লি-ইবনে আবী যামানিন - ১/৩৯২

[74] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, সহিহ বুখারী - ৩/২২/১৮৮৪, সহিহ মুসলিম- ৮/১২১/৭১৩২

আর তাদের পূর্বের দ্বিধান্বিত থাকার কারণে তারা নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণও করেন নি।

ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরক্বী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি **আহমাদ ইবনে হাম্বলকে** ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, যে বলে, 'কুরআন মাখলুক'। অতঃপর তিনি বললেন, **আমি তাদেরকে তাকফির করতাম না** যতক্ষণ না আমি কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেছি -

﴿ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর।"[75]

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ بَعْدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও।"[76]

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ﴾

"তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন নিজ জ্ঞানে।"[77],[78]

---

[75] সুরা বাকারাহ - ১৪৫

[76] সুরা বাক্বারাহ -১২০

[77] সুরা নিসা - ১৬৬

ইবনে আম্মার আল-মু'ছিলী থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, "আমাকে ইবনুল মাদীনী বলেন, তাদেরকে তাকফির করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা প্রদান করল? অর্থাৎ জাহমিয়্যাদের। তিনি বলেন, **আমি প্রথমে তাদের তাকফির করা থেকে বিরত থাকতাম।** এমনকি ইবনুল মাদীনী যা বলার বললেন। অতঃপর যখন তিনি কষ্ট করে উত্তর দিলেন তখন আমি আল্লাহকে স্মরণ করে একটি কিতাব লিখলাম এবং তিনি তাদের তাকফিরের ব্যাপারে যা বলেছেন তাও উল্লেখ করলাম।"[79]

এর মাধ্যমে আমরা প্রথম মাস'আলা সমাপ্ত করলাম।

▲ **এখন আমরা দ্বিতীয় মাস'আলা বর্ণনা করা শুরু করবঃ** মুশরিকদের তাকফিরের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির কুফরির কারণ, সবাব ও হেতু কি?

উত্তরঃ শারীয়াহ'কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা ও তা প্রত্যাখ্যান করা।

তাই এই (ঈমান) ভঙ্গকারী বিষয়ের ব্যাপারে আহলুল ইলমগণের বক্তব্যের দিকে তাকালে দৃশ্যত স্পষ্ট যে, **কাফিরের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির কুফরির কারণ শারীয়াহ'কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা এবং তা প্রত্যাখ্যান করার দিকে নিয়ে যায়।** তা আসলুদ-দ্বীন ভঙ্গ করার দিক থেকে নয়।

অধিকাংশ আহলুল ইলমগণ এই কারণের আলোচনা একাধিকবার করেছেন এই বাস্তবতার ভিত্তিতে যে, নিশ্চয়ই কুফর হল মুতাওয়াতির আহকামকে অস্বীকার করা যার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে অথবা এমন বিষয়কে অস্বীকার করা যা দ্বীনি আবশ্যকীয়তার কারণে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "কুফর হল এমন বিষয়কে অস্বীকার করা যা দ্বীনি আবশ্যকীয়তার কারণে জানা যায় অথবা মুতাওয়াতির,

---

[78] ইবনু আবী ইয়ালা ত্ববাক্বাতুল হানাবিলায় খল্লালের কিতাব থেকে নকল করেছেন - ১/৪১৪ হাসান সনদ

[79] খতিব বাগদাদী তারিখে বাগদাদে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন - ১৩/৪২১

ইজমাকৃত এবং এমন অন্যান্য আহকামকে অস্বীকার করা।"[80]

কাফিরের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির কুফরির কারণের উপর আহলুল ইলমগণ যে বক্তব্য দিয়েছেন তার কিছু ক্বওল (উক্তি) আমরা আপনাদের নিকট উপস্থাপন করছিঃ

ক্বাযী ইয়ায ইহুদী, খ্রিস্টান এবং দ্বীনে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় - তাদের ব্যাপারে মুতাওয়াক্বিফ বা দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার কারণ বর্ণনা করেছেন, যা তিনি বাক্বিল্লানী থেকে নক্বল করেছেন, তিনি বলেন, "কেননা তাওক্বীফ (নাযিলকৃত বাণী) ও ইজমা তাদের কুফরির ব্যাপারে একমত হয়েছে। **সুতরাং যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে ইতস্তত করল সে দলিল ও তাওক্বীফকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল অথবা এব্যাপারে সন্দেহে পতিত হল।** আর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা অথবা এব্যাপারে সন্দেহে পতিত হওয়া শুধুমাত্র একজন কাফিরের থেকে সংঘটিত হয়।"[81] তার উক্তি শেষ।

ইবনুল ওয়াযির আছ-ছনআনী رَحِمَهُ الله মূর্তির ইবাদাতকারীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীর এবং যে তাকে তাকফির করে না, তাদের তাকফির করার বিষয়ে বলেন, **"এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তাদের কুফর দ্বীনি আবশ্যকতার কারণে জ্ঞাত।"**[82]

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ الله ঐ ব্যক্তির তাকফিরের কারণ বর্ণনা করেছেন - যে বলে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দুই সাক্ষ্য দিবে তাকে তাকফির করা জায়েয নেই। যদিও সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করে। অতঃপর তিনি বলেন, **"কেননা এই উক্তিকারী আল্লাহ ও তার**

[80] মাজমুউল ফাতাওয়া - ১/১০৬

[81] আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুক্বিল মুস্তফা - ২/২৮০

[82] আর-রওদুল বাসিম - ২/৫০৯

রাসূলকে এবং মু'মিনদের ইজমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল।"[83] তার উক্তি শেষ।

নাজদী দাওয়াহ'র কতিপয় ইমামগণ বলেন, **"যে ব্যক্তি মুশরিকদের তাকফির করে না, সে কুরআন মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী।** কারণ কুরআন মুশরিকদের তাকফির করেছে এবং তাদেরকে তাকফির করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা ও যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছে।"[84] তাদের উক্তি শেষ।

আমরা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। আগামী পর্বে সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য, তাওফীক্ব ও সহায়তা কামনা করছি। আল্লাহ তার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদের উপর এবং তার পরিবার ও সঙ্গীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন এবং বারাকাহ দান করুন।

---

[83] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ -১০/২৫০

[84] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ - ৯/২৯১

চতুর্থ পর্বঃ

الحَمْدُ لله ربِّ العٰلمِينَ، والعَاقِبةُ للمُتّقِينَ، وَلا عُدوَانَ إلا على الظّالِمينَ

وَأَشْهَدُ أنْ لا إلٰه اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وأَشْهَدُ أنّ

مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ إمَامُ الأوّلِينَ والآخِرِينَ، أمّا بَعْدُ؛

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য এবং শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শত্রুতা শুধুমাত্র অত্যাচারিদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই, যিনি সত্য স্পষ্ট মহাঃআধিপতি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল - যিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ইমাম।

অতঃপরঃ

আল্লাহর সাহায্যে আমরা এই পর্বে দুইটি মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করবঃ

প্রথমঃ সকল মুশরিকদের এক স্তরে তাকফির করা হয় নাকি কয়েক স্তরে?

দ্বিতীয়ঃ আমরা এখানে মুশরিকদের তাকফির করার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিদের স্তর নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা এখন প্রথম মাস'আলা শুরু করবঃ সকল মুশরিকদের এক স্তরে তাকফির করা হয় নাকি কয়েক স্তরে?

উত্তরঃ আহলুল ইলমগণ নির্ধারণ করেছেন যে, তাকফির করা একটি শারয়ী হুকুম। দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে এর কয়েকটি স্তর রয়েছেঃ

প্রথমঃ শারীয়াহ'তে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ মানুষের

মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির কুফরের ক্ষেত্রে শারয়ী দলিল দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে। আর তা হুকুমের পরিচয়ের মাধ্যমে জানা যায়।

দ্বিতীয়ঃ নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর বিষয়টি দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হওয়ার আলোকে - যে শিরক অথবা কুফরে লিপ্ত হয়েছে। এটাকে বলা হয় মা'রিফাতুল হাল (অবস্থার পরিচয়)। আর তা দেখা, শোনা অথবা সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "তাকফির করা একটি শারয়ী হুকুম - যা সম্পদ বৈধকরণ, রক্ত ঝরানো এবং জাহান্নামে অবস্থানের হুকুমের দিকে নিয়ে যায়। তাই এটা গ্রহণের উৎস শারয়ী সকল আহকাম গ্রহণের উৎসের মতোই। **ফলে কখনো তা নিশ্চিতভাবে হয়, কখনো তা অধিক ধারণার মাধ্যমে হয় এবং কখনো এতে সিদ্ধান্তহীনতা চলে আসে।** আর যখন সিদ্ধান্তহীনতা চলে আসে তখন তাকফির করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তাকফির করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা ঐ ব্যক্তিদের অভ্যাস বা তবিয়তে পরিণত হয় যাদের উপর জাহালত বা অজ্ঞতা প্রাধান্য লাভ করে।"[85] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

এটা ঐ ব্যক্তির কথার বিপরীত, যে মনে করে কুফর অথবা শিরকের সকল অবস্থা এক স্তরে সীমাবদ্ধ। এমনিভাবে তা জানার ক্ষেত্রে আলিম ও জাহিল সমান। এ কথা বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে এবং আহলুল ইলমগণ যে বক্তব্য দিয়েছেন তা এর বিপরীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই। বরং এটা নছসমূহের (আয়াতসমূহ) বিপরীত যা প্রমাণ করে যে, কুফর একটি থেকে অন্যটি কঠিনতর বা গুরুতর। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ ﴾

[85] বাগিয়্যাতুল মুরতাদ ফির-রদ্দি আলাল মুতাফালসাফাতি ওয়াল ক্বরামাতি ওয়াল বাত্বিনিয়্যাহ- পৃষ্ঠাঃ ৩৪৫

সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরির বেশি নিকটবর্তী ছিল।"[86]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ ﴾

"মাসকে পিছিয়ে দেওয়া শুধুমাত্র কুফরিই বৃদ্ধি করে।"[87]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا ﴾

"নিশ্চয়ই ঈমান আনার পর যারা কুফরি করে, অতঃপর তারা কুফরি বৃদ্ধি করতে থাকে।"[88]

তিনি বলেন,

﴿ ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا ﴾

"কুফরি ও নিফাক্বের ক্ষেত্রে বেদুঈনরা অধিকতর কঠোর।"[89]

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ মুশরিকদের তাকফির করার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিদের স্তরসমূহ...

আমরা বলি, নিশ্চয়ই মুশরিকদের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিদের কয়েকটি স্তর

[86] সুরা আলে-ইমরান - ১৬৭

[87] সুরা তাওবা - ৩৭

[88] সুরা আলে-ইমরান - ৯০

[89] সুরা তাওবা - ৯৭

রয়েছে। যেগুলোর ক্ষেত্রে শারয়ী দলিলের শক্তি এবং শিরক বা কুফরের দৃশ্যমানতা প্রভাব ফেলে।

শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ الله বলেন, "সুতরাং এই সকল তাগুত আহলুল খারজ ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে যাদেরকে মানুষ বিশ্বাস করে, যারা আম-খাছ অর্থাৎ সকলের নিকট এই (শিরকের) ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, যারা এর (শিরকের) জন্য প্রার্থী হয় এবং যারা মানুষকে এর (শিরকের) আদেশ করে; তাদের প্রত্যেকেই কাফির, ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় অথবা তাদেরকে যারা তাকফির করে তাদের বিরোধিতা করে অথবা যে ব্যক্তি এই ধারণা করে, তাদের এই কাজ যদি বাতিলও হয় তাহলে এটা তাদেরকে কুফরের দিকে নিয়ে যায় না **এই বিতর্ককারীর সর্বনিম্ন অবস্থা হল সে একজন ফাসিক্ব** - যার লেখা ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং তার পিছনে সালাত পড়া যাবে না।"[90] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

সুতরাং আপনি তার বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুন! তিনি কিভাবে এই সকল তাগুতের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির জন্য কয়েকটি অবস্থা নির্ধারণ করেছেন, যার সর্বনিম্ন স্তরটি হল ফিসক্ব। এটাই নিশ্চিত করে যে, মুশরিকদের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিদের কয়েকটি শ্রেণী ও স্তর রয়েছে।

▲ এই সকল স্তরে শারয়ী দলিলের শক্তিমত্তা ও শিরক অথবা কুফরের দৃশ্যমান হওয়া প্রভাব বিস্তার করে - এর গুরুতর হওয়ার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। কখনো কখনো শিরক অধিক গুরুতর হয় কিন্তু গোপনে যা গুরুতর তার থেকে দৃশ্যমান হওয়ার ক্ষেত্রে তা কম।

এর উদাহরণসমূহঃ জাহমিয়্যাহদের শিরকের সাথে মূর্তির ইবাদাতকারীদের শিরক। সুতরাং জাহমিয়্যাহদের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার হুকুমের থেকে মূর্তির ইবাদাতকারীদের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির

[90] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ -১০/৫২

করার হুকুম অধিকতর শক্তিশালী। এটা একারণে যে, জাহমিয়্যাহ থেকে মূর্তির ইবাদাত দৃশ্যমান হওয়ার দিক থেকে অধিক গুরুতর। এর সাথে সাথে জাহমিয়্যাহ শিরকও অধিক গুরুতর।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন, "রবের পূর্ণ সিফাতসমূহ অস্বীকারকারী, নষ্টকারী থেকে রবের সিফাতসমূহ স্বীকারকারী মুশরিক উত্তম। **সুতরাং আবিদ (ইবাদাতকারী) ও মা'বুদের (আল্লাহর) মাঝে মাধ্যমের ইবাদাত করা থেকে পূর্ণ সিফাতসমূহ অস্বীকার করা ও তা বাতিল করা (এর অবস্থান) কোথায়? তার (রবের) সম্মান ও মর্যাদার কারণে ঐ মাধ্যমের ইবাদাত করে তার (রবের) নিকটবর্তী হয়।** সুতরাং অস্বীকার করণের রোগ কঠিন রোগ যার কোন প্রতিষেধক বা চিকিৎসা নেই।"[91]

তিনি رَحِمَهُ الله আরো বলেন, "সুতরাং মূর্তি, প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাসমূহের ইবাদাতকারীদের শিরক এই সকল লোকদের (যারা পূর্ণ সিফাতকে অস্বীকার করে) তাওহীদ থেকে বেশি উত্তম। কেননা পৃথিবী সৃষ্টিকারী, তার সিফাতসমূহ, তার কর্ম, তার ক্ষমতা, তার ইচ্ছা এবং সামগ্রিক ও আংশিকের ক্ষেত্রে তার ইলম (জ্ঞান) কে সাব্যস্ত করার সাথে তাদের কর্ম উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক। আর এই সকল লোকদের তাওহীদ হল তার (আল্লাহর) রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং সকল সিফাতকে অস্বীকার করা। এই তাওহীদ সকল প্রকার শিরককে আবশ্যক করে। একারণেই (আল্লাহর সিফাতসমূহকে) অস্বীকার করার ক্ষেত্রে যে যত বড়, তার শিরকও তত বড়।"[92] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এর উপর ভিত্তি করে আমরা তাদের (কাফির মুশরিক) কুফর ও কুফরের প্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রমাণসমূহ দৃশ্যমান হওয়ার আলোকে কাফির ও মুশরিকদের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিদের (যারা তাকফির করা থেকে

---

[91] আদ্দাউ ওয়াদ্দাওয়া - পৃষ্ঠাঃ ১৪৪

[92] মুখতাছার আস-সওয়া ইক্বিল মুরসালাহ- পৃঃ ১৮৬

বিরত থাকে) স্তরসমূহ উল্লেখ করব। এই ব্যাপারে আহলুল ইলমগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করব।

প্রথম স্তরঃ যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করে যার কুফরি আহলুল মিলাল অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মের দ্বীন থেকে আবশ্যকীয়ভাবে জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছেঃ

প্রথমতঃ যে ইবিলিস অথবা ফিরআউন অথবা এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করে যে নিজে ইলাহ দাবি করে অথবা অন্যের জন্য ইলাহ দাবি করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ এমন ব্যক্তির তাকফিরের ব্যাপারে বলেন - যে ফিরআউনকে তাকফির করে না, **"আহলুল মিলাল অর্থাৎ মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দ্বীন থেকে আবশ্যকীয়ভাবে জানা যায় যে,** নিশ্চয়ই ফিরআউন সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে।"[93] তার رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ এর উক্তি শেষ।

দ্বিতীয়তঃ যে মূর্তির ইবাদাতকারীদের ব্যাপারে দ্বিধা করে। যদিও তারা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ এমন ব্যক্তির তাকফিরের ব্যাপারে বলেন - যে মূর্তির ইবাদাত করাকে সঠিক মনে করে, "যে ব্যক্তি তাদেরকে তাকফির করে না সে ইহুদী খ্রিস্টানদের থেকে বড় কাফির। **কেননা ইহুদী খ্রিস্টানরাও মূর্তির ইবাদাতকারীদের তাকফির করে।**"[94] তার উক্তি শেষ।

ইবনুল ওয়াযির আছ-ছনআনী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি মূর্তির ইবাদাতকারীর কুফরিতে সন্দেহ করে এবং তাকে তাকফির করে না, তাকে তাকফির করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা তার কুফরি **দ্বীনের**

---

[93] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২/১২৫

[94] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২/১২৮

আবশ্যকীয় বিষয় দ্বারা জানা যায়।"[95] তার উক্তি শেষ।

এই স্তরের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির হুকুম হল কুফর এবং এব্যাপারে এমন ব্যক্তির জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য হবে না যার নিকট রিসালাতের হুজ্জাত পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় স্তরঃ যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করবে যাদের কুফরি বিশেষভাবে মুসলিমদের দ্বীন থেকে আবশ্যকীয়ভাবে জানা যায়। যেমন- যে ব্যক্তি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে দ্বিধা করে অথবা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যে দ্বীনে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ক্বাযী ইয়ায رَحِمَهُ الله বলেন, "আমরা ঐ ব্যক্তিকে তাকফির করি যে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করে না - যে মুসলিমদের মিল্লাত ব্যতীত অন্য মিল্লাতের (ধর্ম) প্রতি নতিস্বীকার করে অথবা তাদের ব্যাপারে ইতস্তত করে বা দ্বিধা করে অথবা সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতকে সঠিক মনে করে।"[96] তার উক্তি শেষ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুহাম্মাদ) ﷺ এর আগমনের পর ইহুদী খ্রিস্টানদের দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করাকে হারাম মনে করে না, বরং তাদেরকে তাকফির করে না ও তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে না, সে **সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে** মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[97] তার উক্তি শেষ।

এই স্তরের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির হুকুম হল কুফর এবং এব্যাপারে এমন ব্যক্তির জাহালতের উজর গ্রহণযোগ্য হবে না যার নিকট রিসালাতের হুজ্জাত পৌঁছেছে।

---

[95] আর-রওদুল বাসিম - ২/৫০৯

[96] আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুক্বিল মুস্তফা - ২/২৮৬

[97] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২৭/৪৬৪

তৃতীয় স্তরঃ যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করে যে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এবং এমন কুফর অথবা শিরকে পতিত হয় যার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। এই সকল ব্যক্তিদের স্তর কয়েকটিঃ

তৃতীয় স্তরের প্রথম প্রকারঃ যার নিকট কোন তা’ওয়ীল বা ব্যাখ্যা নেই। হয়তো তার নিকট অবস্থা (যে কুফরিতে লিপ্ত) বর্ণনা করার উপর সীমাবদ্ধ হবে, অথবা তাদের (কাফিরদের) ব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম বর্ণনা করার উপর সীমাবদ্ধ হবে, অথবা তার (দ্বিধান্বিত ব্যক্তি) নিকট কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম বর্ণনা করা হবে। এটা শিরক প্রকাশ পাওয়া ও যাদের ব্যাপারে দ্বিধা করা হয় তাদের অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার ভিত্তিতে হবে। সুতরাং এর পরেও যদি সে দ্বিধা করে বা তাকফির করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সে কাফির হবে। আর যদি তাদের (যারা কুফরিতে লিপ্ত) অবস্থা দৃশ্যমান হয় এবং তাদের (যারা কুফরিতে লিপ্ত) ব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুমও দৃশ্যমান হয় তাহলে কোন বর্ণনা করা ছাড়াই দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে কুফরের হুকুম দেওয়া হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বাতিনীদের একদলের ব্যাপারে বলেন, “যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করবে এবং এই দাবি করবে যে, সে তাদের অবস্থা জানে না তাহলে তাকে তাদের অবস্থা জানানো হবে। অতঃপর যদি সে তাদের পরিত্যাগ না করে এবং তাদেরকে অস্বীকার না করে তাহলে তাকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে এবং তাদের থেকেই গণ্য করা হবে।”[98] তার উক্তি শেষ।

▲ **সুতরাং আপনি লক্ষ্য করুন, এখানে শাইখুল ইসলাম এই দলের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা তাকে (দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে) জানানোর উপর সীমাবদ্ধ করেছেন।**

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ رَحِمَهُ اللهُ তার সময়ের কিছু মুরতাদদের

---

[98] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২/১৩২

ব্যাপারে বলেন, "যদি সে তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ব্যাপারে জাহিল হয়, তাহলে তার নিকট তাদের কুফরির ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ থেকে দলিল পেশ করা হবে। এরপরেও যদি সে সন্দেহ পোষণ করে অথবা দ্বিধা করে তাহলে সে **সকল আলেমগণের ঐক্যমতে** কাফির। এই ভিত্তিতে যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কাফিরের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে সে কাফির।"[99] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

▲ **আমরা লক্ষ্য করছি এখানে শাইখ সুলাইমান দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার পূর্বে শারয়ী হুকুম বর্ণনা করাকে শর্তারোপ করেছেন।**

ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী رَحِمَهُ الله এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন - যে বলে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি - "যে ব্যক্তি তার কুফরির ব্যাপারে জেনে বুঝে সন্দেহ পোষণ করবে সে কাফির হবে। **আর যে ব্যক্তি জানে না সেক্ষেত্রে তাকে জানানো হবে। অতঃপর যদি সে তাকে তাকফির করার ব্যাপারে হক্বের নিকট অনুগত বা মাথা নত না করে তাহলে তার উপরেই কুফর আরোপ করা হবে।**"[100] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

▲ **এই অবস্থাতেও আবু হাতিম দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার পূর্বে তাকে জানানো শর্তারোপ করেছেন।**

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله হুলুলিয়্যাদের (সর্বেশ্বরবাদী) ব্যাপারে বলেন, "যে ব্যক্তি এই সকল লোকদের বক্তব্য জানার ও দ্বীনে ইসলাম জানার পরেও তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করবে সে কাফির। **ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করে।**"[101] তার উক্তি শেষ।

---

[99] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ - ৮/১৬০

[100] ত্ববাক্বাতুল হানাবিলা -১/২৮৬

[101] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২/৩৬৮

▲ **তিনি এই সুরতেও 'অবস্থা' জানা ও 'শারয়ী হুকুম' জানাকে একসাথে শর্তারোপ করেছেন।**

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله 'দুরুঝ' সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন, "এই সকল লোকদের কুফরির ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। বরং যে ব্যক্তি তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করবে সে তাদের মতই কাফির।"[102] তার উক্তি শেষ।

▲ **আমরা এই সুরতে লক্ষ্য করছি, তিনি দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে অবস্থা ও হুকুম বর্ণনা করাকে শর্তারোপ করেন নি। এটা একারণে যে, ঐ দলের অবস্থা ও তাদের কুফরির ব্যাপারে দলিলসমূহ দৃশ্যমান।**

তৃতীয় স্তরের দ্বিতীয় প্রকারঃ যার নিকট বাতিল উসুল বা মূলনীতি রয়েছে। অতঃপর সে ব্যাখ্যা করে। তাই তার উপর হুকুম হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের কুফরি অধিক দৃশ্যমান হওয়া প্রভাব ফেলে। সুতরাং কুফরি অধিক দৃশ্যমান হওয়ার অবস্থায় তাকে কাফির, অবাধ্য ও তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেকে আড়ালকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। আর অন্যান্য অবস্থাগুলোতে তাকে তাকফির ও তাফসিক্ব করার মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে।

বাতিনী এক দলের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "যে ব্যক্তি বলে, 'তাদের কথায় ব্যাখ্যা রয়েছে যা শারীয়াহ'র মুওয়াফিক্ব হয়' নিশ্চয়ই সে তাদের নেতা ও ইমামদের মধ্য থেকে একজন। কেননা যদি সে বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে যা বলেছে এব্যাপারে তার নিজের মিথ্যাবাদিতা সে জানে। আর যদি সে এব্যাপারে বাতিনী যাহিরী আক্বীদাহ পোষণ করে তাহলে সে খ্রিস্টানদের থেকেও বড় কাফির। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সকল লোকদেরকে তাকফির করে না ও তাদের কথার জন্য ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে, সে ত্রিত্ববাদ ও

---

[102] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩৫/১৬২

ঐক্যের কারণে খ্রিস্টানদেরকে তাকফির করা থেকে অধিক দূরে থাকবে।"[103]

তিনি رَحِمَهُ الله আরো বলেন, "যে কাফিরকে কাফির সাব্যস্ত করে না তাকে তাকফির করার ব্যাপারে তার - অর্থাৎ ইমাম আহমাদ - থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে - অর্থাৎ যে জাহমিয়্যাহদের তাকফির করে না তাকে তাকফির করার ব্যাপারে - এদুইটির সঠিক মত হল সে কাফির হবে না।"[104] তার উক্তি শেষ।

ইমাম বুখারী رَحِمَهُ الله বলেন, "আমি ইহুদী, খ্রিস্টান ও মাজুসীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করলাম। ফলে আমি কুফরির ক্ষেত্রে তাদের অর্থাৎ জাহমিয়্যাহদের থেকে অধিক পথভ্রষ্ট কোন জাতি দেখিনি। **যে ব্যক্তি তাদেরকে তাকফির করে না আমি তাকে জাহিল বা অজ্ঞ মনে করি।** তবে যে তাদের কুফরি জানে না সে ব্যতীত।"[105] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

ইমাম বুখারীর কথা থেকে স্পষ্ট হল যে, তিনি জাহমিয়্যাহদের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে তাকফির না করার মত দিয়েছেন। যেমন আহমাদ থেকে বর্ণিত দুই রিওয়ায়েতের (মতের) একটি।

মিরদাওয়ী رَحِمَهُ الله বলেন, "ইবনু হামিদ তার 'উছূল'এ খাওয়ারিজ, রাফীদাহ, ক্বাদারীয়্যাহ ও মুরজিয়াদের কুফর উল্লেখ করে বলেন, "**যে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করে না - যাকে আমরা তাকফির করি - সে ফাসিক্ব ও তাকে পরিত্যাগ করা হবে।** তার কুফরির ক্ষেত্রে দুইটি মত রয়েছে।" আর তিনি ও অন্যরা মারওয়াযী, আবু তালিব, ইয়াকুব ও অন্যান্যদের বর্ণনা থেকে যা উল্লেখ করেছেন, তাহল হল সে কাফির হবে না - তার একথা বলা পর্যন্ত -মিরাজের রাত্রিতে আল্লাহর রাসুল ﷺ এর অন্তর বের করা ও তা ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে মুতাযিলাদের অস্বীকার করার ব্যাপারে তিনি বলেন, তাদের কুফরির

[103] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২/ ১৩৩

[104] মাজমুউল ফাতাওয়া - ১২/৪৮৬

[105] আল-মাসদারুস সাবিক্ব - ২/২৪/৩৪

ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে এই ভিত্তিতে যে, তার মূল হল ক্বাদারীয়্যাহ যারা আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করে, অথচ তা আল্লাহর একটি সিফাত। এবং ঐ ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে যে বলে, আমি এমন ব্যক্তিকে তাকফির করি না - যে জাহমিয়্যাদের তাকফির করে না।"[106] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "সালাফগণ ও ইমামগণ **মুরজিয়া, প্রাধান্যদানকারী শিয়া - অর্থাৎ যারা শুধুমাত্র আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে অন্যান্য সাহাবীগণের উপর প্রাধান্য দেয় কোন প্রকার অপবাদ দেওয়া ছাড়াই - ও এরকম ব্যক্তিদের তাকফির না করার ব্যাপারে** কোন বিতর্ক করেন নি। এই সকল ব্যক্তিদের তাকফির না করার ব্যাপারে আহমাদের বক্তব্যে কোন ইখতিলাফ নেই। যদিও তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সকল আহলুল বিদআতিদের এবং এরা ব্যতীত অন্যদের তাকফির করার ব্যাপারে তার ও তার মাজহাবের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ ঐ সকল ও অন্যান্য ব্যক্তিদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে বসবাসের হুকুম দিয়েছেন। তাই মতটি তার মাজহাব ও শারীয়াহ'র আলোকে ভুল।"[107] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

তৃতীয় স্তরের তৃতীয় প্রকারঃ যার নিকট সঠিক উসুল বা মূলনীতি রয়েছে। অতঃপর সে ব্যাখ্যা করে। যেমন - কতিপয় মুরতাদকে তাকফির করার ক্ষেত্রে কতক সাহাবীগণের ভুলের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে। অথচ যারা দ্বিধায় ছিলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের ভুল স্পষ্ট করে দেন এবং তিনি তাদের ব্যাপারে কুফরের হুকুম দেন নি।

ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "মক্কায় কিছু মুসলিম ছিল। তারা ইসলাম গোপন করেছিল। অতঃপর বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে সাথে নিয়ে যায়। ফলে তাদের কেউ বন্দি হয় এবং কেউ নিহত হয়।

---

[106] আল-ইনসফ ফি-মা'রিফাতির রজিহ মিনাল খিলাফ - ১০/৩২৪

[107] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩/৩৫১

অতঃপর মুসলিমরা বলল, **আমাদের এই সঙ্গীরা মুসলিম ছিল, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। তাই আপনারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।** অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় দূর্বল ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে, তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত মন্দ আবাস।"[108] তিনি বলেন, অতঃপর মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা অবিশিষ্ট ছিল তারা আমার নিকট এই আয়াত লিখে পাঠিয়েছে এবং এও যে, **তাদের জন্য কোন উজর নেই।** তিনি বলেন, অতঃপর তারা বের হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর তারা তাদেরকে ফিতনায় ফেলেছে। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ

[108] সুরা নিসা - ৯৭

بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝

"মানুষের মধ্যে কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর যখন আল্লাহর রাস্তায় তাদের কষ্ট দেয়া হয়, তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে কোন বিজয় আসে, তখন অবশ্যই তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম। জগতবাসীর অন্তরসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন?"[109], [110]

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, "আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে ঐ সকল মুশরিকদের হুকুম বর্ণনা করেছেন যে, তারা ইসলামের কথা বলা সত্ত্বেও জাহান্নামী।"[111] তার উক্তি শেষ।

বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ কিছু মুরতাদকে তাকফির করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ ঐ সকল লোকদের কুফরি স্পষ্ট করলেন তখন যে তাদের ব্যাপারে দ্বিধায় ছিল তাকে নতুন করে ইসলাম গ্রহণের আদেশ করেন নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

---

[109] সুরা আনকাবুত - ১০

[110] তাফসীরে ত্বাবারী - ৯/১০২ - সহিহ সনদ

[111] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ- ১০/২৪১

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দুই দল হয়ে গেলে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না।"[112]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ উহুদ যুদ্ধে বের হলেন, অতঃপর তার সাথে থাকা কিছু লোক ফিরে আসল। ফলে নাবী ﷺ এর সাহাবীগণ তাদের ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। তাদের একাংশ বলল, "আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব" এবং আরেকাংশ বলল, "না"।[113]

মুজাহিদ رَحِمَهُ الله থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, "কিছু লোক মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় গেল। তারা নিজেদেরকে মনে করত তারা মুহাজির। এর পরে তারা মুরতাদ হয়ে যায়। অতঃপর তারা নাবী ﷺ এর কাছে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি চাইল। যাতে তারা ব্যবসায়ীক পণ্য নিয়ে আসতে পারে। ফলে মু'মিনরা তাদের ব্যাপারে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। কেউ বলল, **'তারা মুনাফিক্ব'** আবার কেউ বলল, **'তারা মু'মিন।'** অতঃপর আল্লাহ তাদের নিফাক্ব স্পষ্ট করে দিলেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করলেন।"[114]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, "তারা দুই দলে বিভক্ত হয়েছিল অথচ আল্লাহর রাসুল তাদের মাঝেই ছিলেন। তিনি দুই দলের কাউকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করেননি। অতঃপর নাযিল হয়েছেঃ

---

[112] সুরা নিসা - ৮৮

[113] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি - সহিহ বুখারী- ২/১০৫/১৩৯৯- সহিহ মুসলিম- ২/৫/৭৮১

[114] তাফসীরে ত্ববারী - ৮/৯/১০০৫২- সহিহ সনদ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দুই দল হয়ে গেলে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না।"[115],[116]

ইমাম ত্ববারী رَحِمَهُ الله আল্লাহ তা'আলার এবাণীর ব্যাখ্যায় বলেন,

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দুই দল হয়ে গেলে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন।"[117] তিনি বলেন, **"অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে মুশরিকদের হুকুমের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন** - তাদের রক্ত বৈধকরণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দি করণের ব্যাপারে।"[118] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

ইমাম ত্ববারী رَحِمَهُ الله প্রাধান্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই এই আয়াত এমন লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে।

---

[115] সুরা নিসা - ৮৮

[116] তাফসীরে ত্ববারী- ১০/১০০৫৪

[117] সুরা নিসা - ৮৮

[118] তাফসীরে ত্ববারী - ৮/৭

তদ্রুপ এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে সালাফগণের বক্তব্য উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, "এব্যাপারে সবচেয়ে সঠিক কথা হল ঐ ব্যক্তির কথা যে বলে, এই আয়াত আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণের ইখতিলাফের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তারা **মক্কার এমন লোকদের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিল যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।**"[119] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

ইবনে আবী যামানীন رَحِمَهُ الله বলেন, - যিনি আহলুস সুন্নাহ'র একজন ইমাম - "তারা মদিনায় অবস্থানরত মুনাফিক্ব ছিল। অতঃপর সেখান থেকে তারা মক্কায় চলে যায়। তারা মক্কা থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামামায় গিয়ে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তাদের অন্তরের গোপনীয় শিরক তারা প্রকাশ করে। অতঃপর তাদের সাথে মুসলিমদের সাক্ষাৎ হলে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের (মুসলিম) একাংশ বলল, তাদের রক্ত হালাল। কেননা তারা মুশরিক মুরতাদ। তাদের আরেকাংশ বলল, তাদের রক্ত হালাল নয়, কেননা তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন,

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিক্বদের ব্যাপারে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলে।"[120],[121] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

আলেমগণের একদল এটাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ওমর ইবনুল খত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শুরুতে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের তাকফির করতে দ্বিধায় ছিলেন। যখন আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তার নিকট তাদের কুফরি স্পষ্ট

---

[119] তাফসীরে ত্ববারী- ৮/১৩

[120] সুরা নিসা - ৮৮

[121] তাফসীরুল কুরআনিল আযীয লি-ইবনে আবী যামানীন- ১/৩৯৩

করলেন তখন তিনিও একমত হয়েছেন। অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে দ্বিধায় থাকার কারণে তাকে তাওবা করতে বলা হয়নি। আর ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবু বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে 'মুরতাদদের' ব্যাপারে বললেন, আপনি কিভাবে মানুষদের সাথে লড়াই করবেন? অথচ আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাই যে ব্যক্তি তা বলবে তার জীবন ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত, আর এর হিসাব আল্লাহর নিকট।"[122]

▲ **এই অবস্থার হুকুমঃ** দ্বিধান্বিত ব্যক্তিকে শুরুতেই তাকফির করা হবে না। বরং তার উপর ভুলের হুকুম দেওয়া হবে। আর এই হুকুম এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাকফির করা একটি শারয়ী হুকুম এবং এব্যাপারে ভুল ইজতিহাদকারীর হুকুম অন্যান্য শারয়ী মাস'আলায় ভুলকারীর হুকুমের মতই। সুতরাং যখন তার নিকট দলিল স্পষ্ট করা হবে এবং তার তা'ওয়ীলের অবসান হবে। অতঃপর এরপরেও যদি সে দ্বিধায় থাকে বা বিরত থাকে তখন সে কাফির হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "প্রকাশ্য মুতাওয়াতির ওয়াজিব বিষয়গুলোকে আবশ্যক মনে করে ও প্রকাশ্য মুতাওয়াতির হারাম বিষয়গুলোকে হারাম মনে করে ঈমান আনয়ন করা দ্বীনের ভিত্তি এবং ঈমানের মূলনীতিসমূহের একটি। এগুলোর অস্বীকারকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। **এর সাথে সাথে এগুলোর কোন অংশে ভুল ইজতিহাদকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফির নয়।**"[123] তার رَحِمَهُ اللَّهُ এর উক্তি শেষ।

শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "অতঃপর যদি স্থীর করা হয়, আলেমগণের কোন একজন জাহিল অনুসারী জাহমিয়্যাহদের কাউকে অথবা

---

[122] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, সহিহ বুখারী - ৩/২২/১৮৮৪, সহিহ মুসলিম- ৮/১২১/৭১৩২

[123] মাজমুউল ফাতাওয়া - ১২/৪৯৬

জাহিল অনুসারী কবরের ইবাদাতকারীদের কাউকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকে বা দ্বিধায় থাকে তাহলে তার ব্যাপারে আমাদের এই উজর পেশ করা সমর্থন যোগ্য যে, তিনি ভুলকারী ও মা'জুর। তিনি ভুল থেকে নিরাপদ না হওয়ায় আমরা তাকে তাকফির করবো না। আর এব্যাপারে অকাট্য ইজমা রয়েছে।"[124] তার উক্তি শেষ।

চতুর্থ স্তরঃ যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করে - যে কোন শিরক অথবা কুফরিতে লিপ্ত হয়। আর তার দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ হল শারয়ী বৈধ উদ্দেশ্য। এর কয়েক প্রকারঃ

১. যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করে - যে এমন শিরক অথবা কুফরিতে লিপ্ত হয়, যে শিরক ও কুফরি মিল্লাত থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন- সালাত পরিত্যাগ করা।

২. মুসলিম আলেমদের তাকফির করাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে যে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দ্বিধা করে যে শারয়ী ইলমের সাথে সম্পৃক্ত।

এই দুই সুরতে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির হুকুম হল তিনি একজন প্রতিদান প্রাপ্ত মুজতাহিদ বি-ইযনিল্লাহ। যদি তিনি সঠিক ইজতিহাদ করেন তাহলে তার জন্য দুইটি প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তিনি ভুল ইজতিহাদ করেন তাহলে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন, "মুসলিম আলেমদের তাকফির প্রতিরোধ করা - যদিও তারা ভুল করে- শারয়ী উদ্দেশ্যের অধিকতর হকদার। এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয়, বক্তার তাকফির প্রতিরোধ করাটা এই বিশ্বাসে হয় যে, সে কাফির নয় - তাকে রক্ষা করার জন্য এবং তার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করার জন্য তাহলে অবশ্যই এটা শারয়ী উত্তম উদ্দেশ্য হবে। যখন তিনি এব্যাপারে ইজতিহাদ করে সঠিক করবেন তখন তার জন্য দুইটি

[124] কাশফুল আওহাম ওয়াল-ইলতিবাস - পৃঃ ৭০

প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তিনি এব্যাপারে ইজতিহাদ করে ভুল করেন তাহলে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।"[125] তার উক্তি শেষ।

▲ **এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। তা হল- এই স্তরসমূহে কবর পূজারী বা কবরের ইবাদাতকারীর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির স্তর কোথায়?**

উত্তর হলঃ কবরের ইবাদাতকারীদের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ব্যক্তির স্তর কবরওয়ালার ব্যাপারে আক্বীদাহ পোষণ ও শিরক প্রকাশ হওয়ার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এর কিছু মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় অথবা অধিক হয় এবং কিছু রয়েছে এর থেকে কম হয়। আর কিছু রয়েছে দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের (বিদআত) উপর সীমাবদ্ধ হয় যা শিরক পর্যন্ত পৌঁছায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "এই অধ্যায়ে তিনটি স্তর রয়েছেঃ

প্রথমঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকা। হোক তিনি নাবী, সৎলোক বা অন্য কেউ। সে বলে, হে আমার মনিব অমুক! আপনি আমাকে সাহায্য করুন! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই অথবা আমি আপনার নিকট সাহায্য চাই অথবা আপনি আমাকে আমার শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করুন! ইত্যাদি। আর এটাই আল্লাহর সাথে শিরক।

▲ **এর থেকে আরো বড় হল এ কথা বলা** - আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন! যেমনটি জাহিল মুশরিকদের একদল করে থাকে।

▲ **এর থেকে আরো বড় হল** - তার কবরে সিজদা করা, তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করা এবং মনে করা যে, কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করা থেকে এই সালাত বেশি মর্যাদাপূর্ণ। এমনিভাবে তাদের কিছু সংখ্যকরা বলে - এটা হল খাছ কিবলাহ আর কাবা হল আম কিবলাহ।

---

[125] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩৫/১০৩

▲ **এর থেকে আরো বড় হল** - তার নিকট সফর করাকে হজ্জ হিসেবে গণ্য করা। এমনিভাবে বলা হয়, "তার নিকট কয়েকবার সফর করা এক হজের সমান" আর তাদের সীমালজ্ঘনকারীরা বলে, "তার নিকট একবার যিয়ারত করা বাইতুল্লায় কয়েকবার হজ্জ করা থেকে উত্তম" ইত্যাদি বলে থাকে। এটাও তাদের শিরক। যদিও অনেক সংখ্যক মানুষ এর কোন একটাতে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ঃ নাবী ও সৎব্যক্তিদের মধ্য থেকে কোন অনুপস্থিত অথবা মৃত ব্যক্তির জন্য এই বলা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন! আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দু'আ করুন! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট চান যেমন খ্রিস্টানরা মারইয়াম ও অন্যান্যদের বলত। আর এব্যাপারে কোন আলেমের নিকট সন্দেহ নেই যে, তা না জায়েজ এবং তা এমন বিদআত যা উম্মাতের সালাফদের কেউ করেন নি।

আর এটা জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু চাওয়া জায়েয নেই। তার (মৃত ব্যক্তির) থেকে এটাও কামনা করা যাবে না যে, সে তার জন্য ও অন্যের জন্য যেন দু'আ করে। দ্বীন ও দুনিয়ায় কোন বিপদে তার নিকট অভিযোগ করাও জায়েয নেই। যদিও তার জীবদ্দশায় তার নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করা জায়েয। কিন্তু এটা তার জীবদ্দশায় শিরক পর্যন্ত পৌঁছায় না। এটা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকট অভিযোগ করা শিরক পর্যন্ত পৌঁছায়।

তৃতীয়ঃ বলা হয়, আমি অমুক অথবা অমুকের সম্মানের মাধ্যমে আপনার নিকট চাচ্ছি বা চাই। এরকম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ رَحِمَهُمَاالله এবং অন্যান্যদের থেকে যা গত হয়েছে নিশ্চয়ই তা নিষিদ্ধ।"[126] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

এখন আমরা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওফীক্ব, সহায়তা ও সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ তার বান্দা ও তার রাসুল মুহাম্মাদের উপর দুরুদ বর্ষণ করুন এবং তার পরিবার ও সকল সাহাবীগণের উপরেও।

---

126 মাজমুউল ফাতাওয়া - ১/৩৫০

পঞ্চম পর্বঃ

আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ

الحَمْدُ لله ربِّ العالَمِينَ، والعَاقِبةُ للمُتَّقِينَ، وَلا عُدوَانَ إلا على الظَّالِمِينَ

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰه اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُه إِمَامُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، أمّا بَعْدُ؛

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য এবং শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শত্রুতা শুধুমাত্র অত্যাচারিদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই, যিনি সত্য স্পষ্ট মহাঃআধিপতি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল - যিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ইমাম।

অতঃপরঃ

আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে আমরা এই পর্বে এমন কিছু মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করব, যে মাস'আলাসমূহে 'ইসলামী শারীয়াহ থেকে নিবৃত্ত দল তথা আত্ব-ত্বইফাতুল মুমুতানিআহ'র হুকুম সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে।

দল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমরা একটি সহজ ভূমিকা বর্ণনা করা ভালো মনে করছি।

আমরা বলি, নিশ্চয়ই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এব্যাপারে একমত হয়েছে যে, ঈমান হল কথা ও কাজ। একাধিক আলেমগণ এব্যাপারে তাদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله যা বলেছেন সেটাই এ বক্তব্যের

ব্যাখ্যা - তিনি বলেন, "আহলুস সুন্নাহ'র মূলনীতির একটি হল নিশ্চয়ই দ্বীন এবং ঈমান হল কথা ও কাজ। অন্তর ও জিহ্বার কথা এবং অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল।"[127] তার উক্তি শেষ।

এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল আল্লাহ তা'আলা যখন কোন আদেশ করেন - যেমন সালাত, যাকাত ও অন্যান্য বিষয় - তখন আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতি ঈমান আনয়ন করার ভিত্তি হল তার আনুগত্য করা। এটাই অন্তরের আমল বা কাজের একটি। সুতরাং যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আদেশের আনুগত্য থাকবে না সে একজন কাফির।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এটা জানা বিষয় যে, ঈমান হল স্বীকৃতি দেওয়া, শুধুমাত্র সত্যায়ন করা নয়। স্বীকৃতি দেওয়া অন্তরের কথার মধ্য থেকেই আসে যা হল সত্যায়ন করা। আর অন্তরের আমল হল আনুগত্য করা। - তার এ কথা পর্যন্ত - সুতরাং যে ব্যক্তির অন্তরে সত্যায়ন করা ও আনুগত্য করা থাকবে না সে একজন কাফির।"[128] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা উচিৎ - তা হল আল্লাহর আদেশের ক্ষেত্রে অন্তরের আনুগত্যের নিদর্শন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ হওয়া জরুরী। তাই যে ব্যক্তি আমল করা থেকে বিরত থাকবে তার এ বিরত থাকা তার ঈমান ও আনুগত্য না থাকার অথবা তার ঈমানের ও আনুগত্যের দূর্বলতার প্রমাণ বহন করবে। সুতরাং আমল থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি হয়তো কাফির হবে অথবা ফাসিক্ব হবে। আমল থেকে বিরত থাকার সুরত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "ঈমানের শিকড় হচ্ছে

---

[127] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩/১৫১

[128] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৭/৬৩৮

অন্তরে। তা হল অন্তরের কথা ও আমল। আর এটা হয় সত্যায়ন, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া। অন্তরে যাই থাকুক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈমানের উদ্দেশ্য ও এর দাবির বহিঃপ্রকাশ হওয়া জরুরী। যখন সে ঈমানের উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করবে না তখন এটা ঈমান না থাকা অথবা এর দূর্বলতার প্রমাণ বহন করবে।"[129] তার উক্তি শেষ।

এর উদ্দেশ্য হল - মানুষ যখন অস্বীকার এবং অহংকারবশত ইসলামের কোন আমল থেকে বিরত থাকবে তখন তার আনুগত্য না থাকার কারণে তাকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে। এই ব্যক্তির কুফরি ইবলিসের কুফরির মতই, যে ওয়াজিব স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করা থেকে বিরত থেকে ছিল।

আমরা শারীয়াহ থেকে নিবৃত্ত দলের মাস'আলায় ফিরে যাচ্ছি। আমরা বলি,

আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ বা শারীয়াহ থেকে নিবৃত্ত দল কি?

উত্তরঃ তা এমন দল বা জামাআত যা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর এই দলটি শক্তি প্রদর্শন ও লড়াই করার মাধ্যমে প্রকাশ্য মুতাওয়াতির ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের কোন একটি পালনে বিরত থাকে - যদিও এর আবশ্যকীয়তার স্বীকৃতি দেয়।

এর উদাহরণঃ যদি কোন দল যাকাত আদায়, সিয়াম পালন ও ইসলামী শারীয়াহ'র অন্যান্য বিষয় পালনে বিরত থাকে - যদিও তারা এর ওয়াজিব হওয়ার স্বীকৃতি দেয় অথবা তারা প্রকাশ্য হারামসমূহ বর্জন করেনা। যেমন- সুদ, মদ ও যিনা - যদিও তারা এর হারাম হওয়ার স্বীকৃতি দেয় - এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে বাধ্য করাতে পারব অথবা তারা এমন শক্তিশালী যার মাধ্যমে তারা প্রকাশ্য শারয়ী বিষয় পালনে বিরত থাকে - যাদিও প্রকৃতপক্ষে তারা সরাসরি যুদ্ধ না করে।

---

[129] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৭/৬৪৪

অতঃপর আমরা বলি, আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম কি?

উত্তরঃ আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুমের ক্ষেত্রে আলেমগণের দুই মতের মধ্যে সঠিক মত হল রিদ্দাহ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। এটা এই ভিত্তিতে যে, ঈমান সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈমান হল কথা ও কাজ এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতি আনুগত্য থাকা জরুরী।

এব্যাপারে দলিল হল সাহাবীগণ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ গণের ইজমা - যা দলিলের ভিত্তি। তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

আবু উবাইদ ক্বাসীম ইবনে সাল্লাম বলেন, "এব্যাপারে মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আরবদের বিরুদ্ধে আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর জিহাদ সমানভাবে সত্যায়নকারী যেমন মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জিহাদ ছিল - রক্ত ঝরানো, সন্তান-সন্ততি বন্দিকরণ ও সম্পদ গণিমাহ হওয়ার ক্ষেত্রে এদুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেনি।"[130] তার উক্তি শেষ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "সকল সাহাবী ও তাদের পরে ইমামগণ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। যদিও তারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত ও রামাদানে সিয়াম পালন করত। তাদের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোন শুবুহাত বা সন্দেহ নেই। কেননা তারা মুরতাদ এবং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণেই তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে। যদিও তারা ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকৃতি দিত যেমনটি আল্লাহ আদেশ করেছেন।"[131] তার উক্তি শেষ।

[130] আল-ঈমান - পৃঃ ১৭

[131] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২৮/৫১৯

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব শাইখুল ইসলামের কথা নকল করার পর বলেন, "আপনি তার বক্তব্য ও বর্ণনা লক্ষ্য করুন, কারণ ইমামের নিকট যাকাত আদায়ে নিবৃত্ত দলটির সাথে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে কুফরের ও ইসলাম থেকে রিদ্দাহ'র হুকুম দেওয়া হয়, তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দি করা হয় এবং তাদের সম্পদ গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হয়। যদিও তারা যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকৃতি দিত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং যাকাত আদায় ব্যতীত ইসলামের সকল শারয়ী বিষয়সমূহ পালন করত। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে কুফর ও রিদ্দাহ'র হুকুম দেওয়াকে বাতিল করতে পারেনি। এব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ঐক্যমত প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।"[132] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র সাথে লড়াই করার হুকুমঃ

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র সাথে লড়াই আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা প্রমাণ করে। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনাহ নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।"[133]

যখন দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য হয় এবং বাকি কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য হয় তখন যুদ্ধ ওয়াজিব হয়ে যায়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়।

---

[132] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ - ১০/১৭৯

[133] সুরা আনফাল - ৩৯

সহিহাইনে রয়েছে ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। তাই যখন তারা এটা করবে তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত, আর এর হিসাব আল্লাহর নিকট।"

আবু বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, "যাকাত হল সম্পদের হক্ব। আল্লাহর কসম যদি তারা আমাকে একটি রশি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে যা আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট তারা আদায় করত, তাহলে অবশ্যই তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "আলেমগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের কোন মুতাওয়াতির শারয়ী বিষয় থেকে নিবৃত্ত প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়। যেমন হারবী যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আরো বেশি অগ্রগণ্য।"[134] শেষ।

তিনি رَحِمَهُ اللَّهُ আরো বলেন, "এটা জানা বিষয় যে, ইসলামের শারয়ী বিষয়সমূহ পালন না করে শুধুমাত্র ইসলামে অবস্থান করা লড়াইকে বাতিল করে দেয় না। সুতরাং লড়াই করা ওয়াজিব যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয় এবং ফিতনাহ অবশিষ্ট না থাকে। তাই যখন দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য হবে তখন লড়াই করা ওয়াজিব। সুতরাং যখনই কোন দল ফরজ সালাতসমূহের কিছু অংশ, সিয়াম অথবা হজ্জ থেকে বিরত থাকে অথবা রক্ত, সম্পদ, মদ, যিনা, জুয়া অথবা মাহরামদের বিবাহ হারাম হওয়াকে মেনে চলা থেকে বিরত থাকে অথবা কাফিরদের সাথে জিহাদ, আহলে কিতাবদের উপর জিযয়া আরোপ এবং দ্বীনের আবশ্যকীয় ও হারাম বিষয়গুলোর মধ্য থেকে অন্যান্য

---

[134] আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা - ৫/৫২৯

বিষয় মেনে চলা থেকে বিরত থাকে যেগুলো অস্বীকার করা ও পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে কারো উজর গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেগুলোর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির হবে। সুতরাং তখন নিবৃত্ত দল তথা ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যদিও তারা (দল) এগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। আর এব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ আছে এমনটা আমার জানা নেই।"[135] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

সুতরাং যখন এটা হবে এমন দলের হুকুম - যারা ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের একটি বিষয় থেকে বিরত থেকেছে, এমতাবস্থায় ঐ দলের অবস্থা কেমন হবে যারা ইসলামী শারীয়াহ'র অধিকাংশ বিষয় থেকে বিরত থাকে। বরং ঐ দলের অবস্থা কেমন হবে যারা আল্লাহর শারীয়াহ পালন না করার ঘোষণা দেয় গণতান্ত্রিক নিয়ম ও গঠনকৃত মূলনীতির মাধ্যেমে।

যেহেতু সিদ্ধান্ত এটা হয়, তাই কিছু মাস'আলা সম্পর্কে সতর্ক করা উচিৎঃ

প্রথম মাস'আলাঃ ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'কে তাকফির করাকে কেন্দ্র করে যে মতভেদ সাহাবী আলেমগণ আবু বকর ও ওমরের মাঝে সংঘটিত হয়েছে।

নিশ্চয়ই যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের তাকফির করার ক্ষেত্রে প্রথমে যে মতভেদ সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল তা হাদিসের নছ (বক্তব্য) দ্বারা প্রমাণিত। যা আবু হুরাইরাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে শাইখাইন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "যখন আল্লাহর রাসুল ﷺ মৃত্যুবরণ করলেন এবং তার পরে আবু বকর খলিফাহ হলেন ও আরবের যারা কুফরি করার তারা কুফরি করল। তখন ওমর আবু বকরকে বললেন, আপনি কিভাবে মানুষদের সাথে লড়াই করবেন? অথচ আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাই যে ব্যক্তি তা বলবে তার জীবন ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত। আর এর হিসাব আল্লাহর নিকট। অতঃপর তিনি বলেন,

---

[135] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২৮/৫০২

আল্লাহর কসম আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত হল সম্পদের হক্ব। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি রশি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে যা আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট তারা আদায় করত, তাহলে অবশ্যই তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। অতঃপর ওমর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখলাম আল্লাহ আবু বকরের অন্তর লড়াই করার জন্য খুলে দিলেন। ফলে আমিও হক্ব চিনতে পেরেছি।"

তাই তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার কারণে লড়াই নিষিদ্ধ করার উপর ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর দলিল উপস্থাপন ছিল একটি স্পষ্ট দলিল। যার কারণে তিনি তাদের কুফরি দেখতে পাননি।

সাহাবীগণের মধ্যে এই মতভেদ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম ইবনে কুদামা তার কিতাব 'মুগনী'তে বক্তব্য লিখেছেন, যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের তাকফির করার ব্যাপারে দুইটি বর্ণনা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, "প্রথম কারণ হল - ওমর এবং অন্যান্য সাহাবীগণ প্রথমে লড়াই থেকে বিরত ছিল। **যদি তারা তাদের কুফরি বিশ্বাস করত তাহলে তারা তা থেকে বিরত থাকতো না ....** তার رَحِمَهُ اللَّهُ এর উক্তি শেষ পর্যন্ত।"[136]

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ এই মাস'আলায় আলেমগণের মাঝে যে মতভেদ সংঘটিত হয়েছে তা উল্লেখকরণ।

সাহাবীগণ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ইখতিলাফের উপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাহ'র আলেমগণ ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র কুফরের হুকুমের ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন।

শাফী رَحِمَهُ اللَّهُ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের কুফরি না হওয়ার দিকে মত দিয়েছেন। তার মত হচ্ছে - রিদ্দাহ'র দিকে তাদের নিসবত করার উদ্দেশ্য হল ভাষাগত নিসবত শারয়ী নিসবত নয়। তিনি মনে করেন, সাহাবীগণ

[136] মুগনী লি-ইবনে কুদামা - ২/৪২৫

তাদেরকে তাকফির না করার উপর একমত হওয়ার সাথে সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারেও ইখতিলাফ করেছেন। তারা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের এই বলে গুণান্বিত করেছেন যে, তারা ইমামের নিকট হক্ব (যাকাত) আদায় করা থেকে বিরত ছিল।

ইমাম শাফী رَحِمَهُ الله বলেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ এর পরে আহলুর রিদ্দাহ (মুরতাদ গোষ্ঠী) দুই প্রকার ছিল। কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের পরে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যেমন- তুলাইহা, মুসাইলামা, আনাসী ও তাদের সঙ্গীগণ। আর কিছু সংখ্যক লোক ইসলামকে ধরে ছিল এবং সাদাক্বাহ বা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল।

কেউ যদি বলে, এর দলিল কি? আমভাবে সকলে তো তাদেরকে মুরতাদ বলে!

শাফী বলেন, তা হল আরবি একটি ভাষা। রিদ্দাহ হল তারা কুফরের মাধ্যমে যার উপর ছিল তা থেকে ফিরে আসা এবং হক্ব দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণে ফিরে যাওয়া। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস থেকে ফিরে আসে তাকে এটা বলা জায়েয যে, সে এটা থেকে মুরতাদ হয়েছে বা ফিরে এসেছে।"[137] তার উক্তি শেষ।

ইমাম আহমাদ তার এক বর্ণনায় এ দিকেই মত দিয়েছেন। আছরাম তার থেকে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যে রামাদানের সিয়াম পরিত্যাগ করে সে কি সালাত পরিত্যাগকারীর মত? অতঃপর তিনি বলেন, "সালাত তো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা অন্যগুলোর মত নয়। অতঃপর তাকে বলা হল, যাকাত পরিত্যাগকারী? তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "যাকাত পরিত্যাগকারী মুসলিম নয়।" আবু বকর এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আর হাদিস তো রয়েছে সালাতের ব্যাপারে।" তার উক্তি শেষ।

ক্বাযী আবু ইয়ালা বলেন, "এটাই প্রকাশ পায় যে, তিনি আব্দুল্লাহর উক্তি ও

---

[137] আল-উম লিশ-শাফী - ৪/২২৭

আবু বকরের কাজ বর্ণনা করার মাধ্যমে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেননি। কেননা তিনি বলেছেন, "হাদিস হল সালাতের ব্যাপারে" অর্থাৎ কুফরি বর্ণিত হাদিস। সে যেন সালাতে দৃষ্টি দেয়। নাবী ﷺ এর বাণীঃ "বান্দা ও কুফরির মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত। তাই যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করবে সে কুফরি করবে।" আর যাকাত হল সম্পদের হক্ব। তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণে সে কাফির হবে না। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে কাফফারা ও মানবীয় হক্বের কারণে।"[138] শেষ।

শাইখুল ইসলাম বলেন, "অতঃপর ফুক্বাহাগণ ঐ ব্যক্তির কুফরির ব্যাপারে বিতর্ক করেছেন - যে তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সে ওয়াজিব হওয়া স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও কি ইমাম তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে? এব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে। আহমাদ থেকে দুইটি বর্ণনা রয়েছে। যেমন - খারিজিদের তাকফিরের ব্যাপারে তার থেকে দুইটি বর্ণনা রয়েছে।"[139] তার উক্তি শেষ।

তৃতীয় মাস'আলাঃ ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র কুফরির ব্যাপারে মতবিরোধকারী কি বিদআতি না সুন্নাহ'র উপর আমলকারী?

আমরা বলি, যে ব্যক্তি ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র কুফরি না হওয়ার ব্যাপারে এই কথার উপর ভিত্তি করে বলবে যে, ঈমান হল কথা আমলে নয়। তাহলে সে একজন মুরজিয়া।

আর যে ব্যক্তি বলে, ঈমান হল কথা ও আমলে। অতঃপর ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'কে তাকফির করে না সে বিদআতি নয়। **সে একজন ভুলকারী মুজতাহিদ।** ইমাম শাফী এই শ্রেণীর একজন। তিনি সাধারণভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণের ন্যায় এই স্বীকৃতি দেন যে, ঈমান হল কথা ও কাজ।

---

[138] আল-মাসা'ইলুল ফিক্বহিয়্যাহ মিন কিতাবির রিওয়ায়াতীন ওয়াল ওয়াজহিয়্যীন - ১/২২১

[139] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৩৫/৫৭

ইমাম শাফী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "সাহাবী, তাবিঈ ও তাদের পরে আমরা যাদের পেয়েছি সকলের থেকে এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, ঈমান হল কথা, কাজ ও নিয়্যাতে। এই তিনটির একটি অন্যটি ছাড়া যথেষ্ট নয়।"[140] তার উক্তি শেষ।

এই বিষয়টি সালাত পরিত্যাগকারীর কুফরির ব্যাপারে মতভেদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলেমগণের মধ্য থেকে যে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফরি না হওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন, এই কথা বলার সাথে যে, ঈমান হল কথা ও কাজে, তাহলে তিনি একজন সুন্নাহ'র উপর আমলকারী, বিদআতি নয়।

যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগকারীকে তাকফির না করার ব্যাপারে বলবে অথবা তাকে এর দিকে আহ্বান করার পর মুসলিম হিসেবে হত্যা করা হবে, তাহলে সে এমন সংশয়ে পতিত হবে, যে সংশয়ে মুরজিয়া ও জাহমিয়্যারা ঈমানের সংজ্ঞায় পতিত হয়েছিল।

শাইখুল ইসলাম رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এই বিষয়ে গভির চিন্তা করা উচিৎ। তাই যে ব্যক্তি গোপন বিষয়ের সাথে বাহ্যিক বিষয়ের সম্পর্ক জানবে তার থেকে এই অধ্যায়ের সংশয় দূর হবে। যে ফুকাহাগণ এটা বলেছেন যে, যদি সে ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকৃতি দেয় ও তা (আদায় করা) থেকে বিরত থাকে তখন তাকে হত্যা করা হবে না অথবা মুসলিম অবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে। তাহলে সে জানবে যে, এমন সংশয়ে সে পতিত হয়েছে যে সংশয়ে মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহরা পতিত হয়েছিল এবং যে সংশয়ে ঐ লোক পতিত হয়েছিল, যে মনে করে, পূর্ণ সক্ষমতার সাথে দৃঢ় ইচ্ছা যুক্ত করার কারণে কোন আমলের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা থেকে বিরত ফুকাহাগণ ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা এই হুকুমের ভিত্তি ঈমানের মাস'আলার ক্ষেত্রে নিজেদের এই কথার উপর রেখেছে যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[141] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

---

[140] শরহু উসুলি ই'তিক্বাদী আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ- ৫/৯৫৬/১৫৯৩

[141] মাজমুউল ফাতাওয়া - ৭/৬১৬

আমরা এব্যাপারে ইবনে শিহাব যুহরী رَحِمَهُالله থেকে বর্ণিত একটি উদাহরণ পেশ করবঃ

মারওয়াযী ইবনে শিহাব যুহরী থেকে 'তা'যীমু ক্বাদরিস-সালাহ'তে বর্ণনা করেন, তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল - যে সালাত পরিত্যাগ করে - তিনি বলেন, "যদি সে তা পরিত্যাগ করে দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন উদ্ভাবন করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি সে ফাসিক্ব হয় তাহলে তাকে কঠিন প্রহার করা হবে ও বন্দি করা হবে।" সুতরাং স্পষ্ট যে, ইবনে শিহাব সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফির মনে করতেন না।

লালাকাই মা'ক্বীল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-আবসী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে ওমরের গোলাম নাফেয়ীকে বললেন, "আমি বললাম, তারা বলে, আমরা সালাতকে ফরজ হিসেবে স্বীকৃতি দেই কিন্তু আমরা সালাত আদায় করি না, মদ হারাম কিন্তু আমরা তা পান করি, মায়েদেরকে বিবাহ করা হারাম কিন্তু আমরা তাদেরকে কামনা করি। অতঃপর তিনি আমার হাত থেকে তার হাত টেনে নিয়ে বললেন, যে এমনটি করবে সে কাফির।

মা'ক্বীল বলেন, আমি যুহরীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কথার ব্যপারে অবহিত করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ। মানুষ এই সকল বিতর্কে জড়িয়েছে? রাসুল ﷺ বলেছেনঃ "যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে মু'মিন থাকে না এবং মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মু'মিন থাকে না।"

সুতরাং আপনি তার বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুন! তিনি মুরজিয়াদের অস্বীকার করা সত্বেও - যারা ঈমানের সংজ্ঞা থেকে আমলকে বের করে দেয়- সালাত পরিত্যাগকারীকে তাকফির করেন নি। তাই আমরাও সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফির মনে না করার কারণে ইমাম যুহরীর উপমাকে ইরজাগ্রস্থ হিসেবে অভিযুক্ত করি না। তাই আপনিও এই স্থানটি ভালো করে লক্ষ্য করুন! গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের আধিক্যতা ও সীমালঙ্ঘনকারীদের কথায় প্রতারিত

হবেন না। আল্লাহ সহায় হোন!

সর্বশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা উচিৎঃ আমরা বর্তমানে যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি তাদের অধিকাংশ কুফর ও রিদ্দাহ'র দলভুক্ত। যাদের ক্ষেত্রে আহলুল ইলমগণের মাঝে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ হওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ হয়নি।

সুতরাং তাগুতী রাষ্ট্রের সকল সৈন্য, পুলিশ ও তাদের সাহায্যকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মত নির্ধারণ করার চেয়ে তাদেরকে মুসাইলামা ও আসওয়াদের অনুসারী গণ্য করা অধিকতর নিকটবর্তী।

তাই তাগুতের সৈন্য ও প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তাগুতের পথে লড়াই করে সে কুরআনের নছ (বক্তব্য) দ্বারা কাফির। যেমন তিনি তা'আলা বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

"যারা মু'মিন তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অতি দূর্বল।"[142]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত শাসন করার ও আল্লাহর আওলিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তাগুতের সাথে ওয়ালা করে সেও তার মতই কাফির। কেননা যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বাণীঃ

---

[142] সুরা নিসা - ৭৬

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

“আর যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ইআল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।”[143]

পূর্বে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে, মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও মুওয়াহ্হিদদের সাথে সম্পর্ক করা আসলুদ-দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জাহালত (অজ্ঞতা) ও তা’ওয়ীলের উজর গ্রহণযোগ্য হবে না। আর আল্লাহর প্রশংসায় এটা সম্পূর্ণরূপে ঐক্যমতের স্থান।

আমরা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। আমরা আল্লাহ্ তা’আলার নিকট কামনা করি, তিনি আমাদের যা শিক্ষা দেন এর মাধ্যমে উপকৃত করেন, আমাদের কথাকে হক্বের জন্য এক করে দেন এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। আর আমাদের সর্বশেষ কথা হল - সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

---

[143] সুরা মায়িদাহ - ৫১

ষষ্ঠ পর্বঃ

الحَمْدُ لله ربِّ العٰلمِينَ، والعَاقِبةُ للمُتّقِينَ، وَلا عُدوَانَ إلا على الظّالِمينَ

وَأَشْهَدُ أنْ لا إلٰه اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين، وأَشْهَدُ أنّ

مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ إِمَامُ الأوّلِينَ والآخِرِينَ، أمّا بَعْدُ؛

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য এবং শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শত্রুতা শুধুমাত্র অত্যাচারিদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই, যিনি সত্য স্পষ্ট মহাঃআধিপতি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসুল - যিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ইমাম।

অতঃপরঃ

আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমরা এই পর্বে দুইটি বিষয়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করবঃ

প্রথম আলোচনাঃ দার (ভূমি) ও এর আহকাম সম্পর্কে।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ হিজরত ও এর আহকাম সম্পর্কে।

দার বা ভূমি সম্পর্কে আমরা কয়েকটি মাস'আলা আলোচনা করবঃ

প্রথমঃ দারের পরিচয় এবং পুরো পৃথিবী দুই দারে বিভক্ত।

দ্বিতীয়ঃ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের পরিচয়।

তৃতীয়ঃ দারের উপর ইসলাম অথবা কুফরের হুকুম দেওয়ার কারণ।

চতুর্থঃ দারুল কুফরের প্রকারসমূহ।

হিজরত সম্পর্কে আমরা কয়েকটি মাস'আলা আলোচনা করবঃ

প্রথমঃ হিজরতের হুকুম।

দ্বিতীয়ঃ হিজরত পরিত্যাগ করার হুকুম।

তৃতীয়ঃ দারুল কুফরে অবস্থানকারীদের অবস্থাসমূহ।

আমরা এখন প্রথম আলোচনা শুরু করব যা দার তথা ভূমির আহকামের সাথে সংশ্লিষ্টঃ

প্রথম আলোচনার প্রথম মাস'আলাঃ দারের পরিচয় এবং পুরো পৃথিবী দুই দারে বিভক্ত।

দারের পারিভাষিক অর্থঃ পূর্ববর্তী (সালাফ) এবং পরবর্তী (খালাফ) সকল আলেমগণ পৃথিবীকে দুই দারে বিভক্ত করেছেন। এই ভাগকরণটা মৌলিক যা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সুন্নাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত।

কুরআন থেকে আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾

"তাদের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান আনয়ন করেছে তারা ঐসকল লোকদের ভালবাসে যারা তাদের নিকট হিজরত করে।"[144]

ইমাম ইবনে কাসির رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "অর্থাৎ মুহাজিরদের পূর্বে থেকেই তারা দারুল হিজরতে বসবাস করত এবং তাদের অনেকের পূর্বে তারা ঈমান আনয়ন করেছিল।" তার উক্তি শেষ।

তিনি তা'আলা বলেন,

[144] সুরা হাশর - ০৯

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় দূর্বল ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ আবাস।"[145]

কুরআন এবং সুন্নাহ'তে যখন হিজরত প্রয়োগ করা হয় তখন এর অর্থ হয় দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হওয়া।

সুন্নাহ'তে দার ভাগকরণের ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন- মুসলিম বুরাইদাহ ইবনে হুছাইব رَضِيَاللَّهُعَنْهُ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, "অতঃপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে, যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে তাদের দার থেকে মুহাজিরদের দারে স্থানান্তরিত হওয়ার দিকে আহ্বান করবে এবং তাদেরকে অবহিত করবে যে, যদি তারা তা করে তাহলে তাদের জন্য তাই থাকবে যা মুহাজিরদের জন্য রয়েছে এবং তাদের উপরেও তা থাকবে যা মুহাজিরদের উপর রয়েছে।"

নাসাঈ رَحِمَهُاللَّهُ সহিহ সনদে জাবির ইবনে যায়েদ رَضِيَاللَّهُعَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস رَضِيَاللَّهُعَنْهُمَا বলেছেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ এবং আবু বকর, ওমর - তারা মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা

[145] সুরা নিসা - ৯৭

তারা মুশরিকদের ত্যাগ করেছিলেন। আর আনসারগণও মুহাজির ছিলেন, কেননা মদিনা দারুশ-শিরক বা শিরকের ভূমি ছিল। অতঃপর তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট লাইলাতুল আক্বাবাতে এসেছিলেন।”

দার সম্পর্কে আলোচনার দ্বিতীয় মাস’আলাঃ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের পরিচয়।

দারুল ইসলামঃ এমন প্রত্যেক দেশ বা ভূমি যেখানে ইসলামের বিধানসমূহ সমুন্নত এবং সেখানে বিজয়, ক্ষমতা ও কথা মুসলিমদের জন্য হয়। যদিও এই দারের অধিকাংশ বসবাসকারী কাফির হয়।

দারুল কুফরঃ এমন প্রত্যেক দেশ বা ভূমি যেখানে কুফরের বিধানসমূহ সমুন্নত এবং সেখানে বিজয়, ক্ষমতা ও কথা কাফিরদের জন্য হয়। যদিও এই দারের অধিকাংশ বসবাসকারী মুসলিম হয়।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন, “দারুল ইসলাম হল যেখানে মুসলিমরা অবস্থান করে এবং ইসলামের বিধানসমূহ চলমান থাকে। আর যেখানে ইসলামের বিধানসমূহ বলবৎ থাকে না সেটা দারুল ইসলাম নয়। যদিও সেটা অতি নিকটবর্তী হয়। কেননা ত্বাইফ মক্কার অতি নিকটে ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তা (ত্বাইফ) দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি। এমনিভাবে সীমান্তবর্তী এলাকাও।” তার উক্তি শেষ।

ইমাম ইবনে মুফলিহ رَحِمَهُ الله বলেন, “দারুল ইসলাম ও দারুল হারব প্রতিষ্ঠিত করণের ব্যাপারে পরিচ্ছেদঃ এমন প্রত্যেক দার যেখানে মুসলিমদের বিধানসমূহ বিজয়ী হয় সেটাই দারুল ইসলাম। আর যদি সেখানে কাফিরদের বিধানসমূহ বিজয়ী হয় তাহলে সেটাই দারুল কুফর। এই দুইটি ব্যতীত আর কোন দার বা ভূমি নেই।” তার উক্তি শেষ।

তৃতীয় মাস’আলাঃ দারের উপর ইসলাম অথবা কুফরের হুকুম দেওয়ার কারণ।

আলেমগণের বক্তব্যের বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, দারের উপর হুকুম দেওয়ার জন্য তারা দুইটি কারণ উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথমঃ শক্তি এবং বিজয়।

দ্বিতীয়ঃ তাতে বাস্তবায়িত বিধানের প্রকার।

ইবনে হাযম رَحِمَهُ الله বলেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ এর কথাঃ << আমি এমন প্রত্যেক মুসলিম থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে >> আমরা যা বলেছি তা স্পষ্ট করে যে, তিনি ﷺ এর মাধ্যমে দারুল হারব বুঝিয়েছেন। কেননা তিনি ﷺ তার কর্মচারীদের খায়বারে নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ তারা ইহুদী ছিল। আর যখন আহলুয-যিম্মা (যিম্মার অধিন) তাদের সাথে মেলামেশা করে তখন তাদের মধ্যে বসবাসকারী - তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অথবা তাদের মাঝে বসবাসের জন্য - কাফির ও মুছি' (যে মন্দ কাজ করে এমন ব্যক্তি) হবে না। বরং সে একজন ভালো মুসলিম। তাদের দার হল দারুল ইসলাম, শিরকের দার বা ভূমি নয়। কেননা দারকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এর উপর বিজয়ী, এর শাসনকারী ও এর শাসনকর্তার ভিত্তিতে।" তার উক্তি শেষ।

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে হাসান رَحِمَهُمَا الله থেকে বর্ণিত, "যখন তারা সেখানে শিরকের বিধানসমূহ প্রকাশ করবে তখন তাদের দার হবে দারুল হারব। কেননা আমাদের নিকট ও তাদের নিকট ভূমি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় শক্তি ও বিজয়ের ভিত্তিতে। সুতরাং প্রত্যেক এমন ভূমি যেখানে শিরকের বিধান জয়ী হয় অতঃপর ঐ স্থানে ক্ষমতা মুশরিকদের জন্য হয় তখন সেটা দারুল হারব (যুদ্ধ ভূমি) হয়। আর প্রত্যেক এমন স্থান যেখানে ইসলামের বিধান জয়ী হয় অতঃপর ক্ষমতা মুসলিমদের জন্য হয়।"[146] তাদের দুইজনের উক্তি শেষ।

শাওকানী رَحِمَهُ الله বলেন, "কালিমা বা কথা প্রকাশের ভিত্তিতে দার গণ্য করা হয়। তাই যদি দারে আদেশ ও নিষেধ করার অধিকার মুসলিমদের হয়,

[146] আল-মাবসুত -১০/১১৪

এইভাবে যে, সেখানে কাফিরদের কোন ব্যক্তি ততটুকুই কুফরি প্রকাশ করতে পারে যতটুকুর অনুমতি মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া আছে। আর এটাই হল দারুল ইসলাম। সেখানে কুফরের স্বভাব প্রকাশ করাতে ক্ষতি নেই। কেননা কাফিরদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। যেমনটি ইসলামী শহরগুলোতে ইহুদী, খ্রিস্টান ও চুক্তিবদ্ধ বসবাসকারী আহলুয-যিম্মাদের ব্যাপারে দেখা যায়। আর যখন বিষয়টি এর বিপরীত হবে তখন দারও বিপরীত হবে।” তার উক্তি শেষ।

চতুর্থ মাস’আলাঃ দারুল কুফরের প্রকার।

দারুল কুফরে কুফরি সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে তা দুই প্রকার। কুফরটি হয়তো প্রচিনতম হবে অথবা বহিরাগত হবেঃ

প্রথম প্রকারঃ আসলি দারুল কুফর। অর্থাৎ সেটা কখনই কোন সময়ের জন্য দারুল ইসলাম ছিল না।

দ্বিতীয় প্রকারঃ বহিরাগত দারুল কুফর। অর্থাৎ সেটা কোন একসময় দারুল ইসলাম ছিল। অতঃপর কাফিররা তা দখল করেছে অথবা এর শাসকরা মুরতাদ হয়েছে অথবা এর অধিবাসীরা মুরতাদ হয়েছে গেছে এবং তাতে কুফরির বিধানসমূহ চালু হয়েছে।

দারের বৈশিষ্ট্য কোন অবিচ্ছেদ্য চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তা অস্থায়ী পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য এই অর্থে যে, দার এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হয়। ফলে দার কোন একসময় দারুল কুফর থাকে অতঃপর দারুল ইসলামে পরিণত হয় এবং তা কখনো দারুল ইসলাম থাকে অতঃপর দারুল কুফরে পরিণত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “পৃথিবী হয়তো দারুল কুফর হবে অথবা দারুল ইসলাম হবে অথবা দারুল ঈমান হবে অথবা দারুস সিলম অথবা দারুল হারব অথবা দারুত-ত্বআহ অথবা মা’ছিয়্যাহ অথবা দারুল মু’মিনীন অথবা ফাসিক্বীন হবে। এগুলো অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য

অবিচ্ছেদ্যবৈশিষ্ট্য নয়। তা এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তিত হয়। যেমন - কোন লোক তার নফসকে নিয়ে কুফর থেকে ঈমান ও ইলমের দিকে স্থানান্তরিত হয়। এমনিভাবে বিপরীতটিও হয়।"[147] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতাঃ দারের উপর ভিত্তি করে হুকুম দেওয়া যাবে না, এইভাবে যে, মুসলিমদের মধ্য থেকে যে দারুল কুফরে - আসলি হোক অথবা বহিরাগত হোক - অবস্থান করবে তাকে কাফির হিসেবে হুকুম দেওয়া। বরং এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের বক্তব্য এবং খারিজিদের একটি আচরণ।

আবুল হাসান আশ'আরী رَحِمَهُ الله খারিজিদের একদল থেকে এই কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, "আযারিক্ব সম্প্রদায় মনে করে, যে ব্যক্তি দারুল কুফরে অবস্থান করবে সে কাফির। তার একমাত্র পথ হল বের হওয়া।"[148] তার উক্তি শেষ।

বাইহাছিয়্যাহ এবং আওফিয়্যাহ খারিজি সম্প্রদায় থেকে তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, "তারা বলে, যখন ইমাম (নেতা) কাফির হয় তখন তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত সকল জনগণ কাফির হয়ে যায়।"[149] তার উক্তি শেষ।

এটা একারণে যে, একজন মুসলিম আকাশের নিচে পৃথিবীর উপরে ইসলামের মধ্যেই থাকে যতক্ষণ না সে ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোন একটিতে লিপ্ত হয়। নিশ্চিতভাবে যা প্রমাণিত হয় তা সন্দেহ দ্বারা বিলুপ্ত হয় না।

ইমাম শাওকানী رَحِمَهُ الله বলেন, "আপনি জেনে রাখুন, দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর উল্লেখ করে পর্যালোচনা করা খুবি কম ফায়দাজনক - অর্থাৎ এতে বসবাসকারীদের উপর হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে - যে কারণে আমরা আপনার

---

[147] মাজমুউল ফাতাওয়া - ২৭/৪৫

[148] মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন - পৃঃ ৮৯

[149] মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন - পৃঃ ১১৫

জন্য দারুল হারবের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করেছি, তা হল হারবী (যুদ্ধরত) কাফিরের রক্ত ও সম্পদ সর্বাবস্থায় বৈধ যতক্ষণ না মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আর মুসলিমের রক্ত ও সম্পদ দারুল হারব ও অন্যান্য স্থানে ইসলামের বন্ধনের কারণে নিরাপদ।" তার উক্তি শেষ।

বাস্তবতায় বলা হয় যে, বহিরাগত দারুল কুফরে বসবাসকারীদের হুকুম অথবা একথা বলা যে, তাদের মূল ইসলাম নাকি কুফর? অথবা যাদের অবস্থা অজ্ঞাত তাদের হুকুম। অবস্থাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এর সবগুলোই ফিক্বহী বিধান যার প্রত্যবর্তনস্থল আলেমগণের ফাতাওয়া। একারণে ঐসকল দারে বসবাসকারীদের অবস্থা ভিন্ন হওয়ার কারণে আলেমগণের বক্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এব্যাপারে আপনার নিকট কিছু উদাহরণ পেশ করছিঃ

প্রথম উদাহরণঃ 'মারিদীন' অধিবাসীদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলামের ফাতাওয়া। তা দারুল ইসলাম ছিল। তাতাররা সেটি দখল করে তাতে কুফরি বিধান চালু করে। শাইখুল ইসলাম رَحِمَهُ الله কে মারিদীন শহর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেটা কি বিলাদুল হারব (দারুল হারব) নাকি বিলাদুল সিলম (দারুল ইসলাম)? তাতে অবস্থানকারী মুসলিমের জন্য কি দারুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব? যখন হিজরত করা তার জন্য ওয়াজিব হবে এবং সে হিজরত না করে মুসলিমদের শত্রুদের জান মাল দিয়ে সহায়তা করবে তখন কি সে পাপিষ্ঠ হবে? যে ব্যক্তি তাকে নিফাক্বের অভিযোগ দিবে ও তাকে একারণে গালি দিবে সে কি পাপিষ্ঠ হবে?

তিনি উত্তর দিয়েছেনঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ হারাম। তারা মারিদীন বা অন্য যেখানেই থাকুক ইসলামী শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাহায্য করাও হারাম। তারা মারিদীনের হোক অথবা অন্য যে কেউ হোক তা সমান। তাতে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হয় তাহলে তার জন্য হিজরত করা ওয়াজিব। তবে যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় তাহলে হিজরত করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। মুসলিমদের

শত্রুদের জান মাল দিয়ে সাহায্য করা তাদের জন্য হারাম। তাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে সম্ভাব্য যে কোন পন্থায় হোক তা থেকে বিরত থাকা। হোক সেটা অনুপস্থিত থেকে অথবা উপেক্ষা করে অথবা ধোঁকা দিয়ে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে একমাত্র উপায় হল হিজরত করা। তাদেরকে আমভাবে গালি দেওয়া ও নিফাক্বের অভিযোগ দেওয়া বৈধ নয়। বরং গালি ও নিফাক্বের অভিযোগ কুরআন এবং সুন্নাহ'তে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহে আরোপ হবে। সুতরাং মারিদীনের কিছু অধিবাসী ও অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। মারিদীন দারুল হারব অথবা দারুল ইসলাম হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় অর্থেরই মিশ্রণ রয়েছে। এর অবস্থা দারুল ইসলাম নয়, যেখানে ইসলামী আইন চালু থাকে ও যার সৈনিকগণ মুসলিম এবং এর অবস্থা দারুল হারবও নয়, যার অধিবাসীরা কাফির। বরং এটি একটি তৃতীয় প্রকার। যেখানে মুসলিমরা যে বিষয়ের হক্বদার তাদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা হয় এবং যে ইসলামী শারীয়াহ থেকে বের হয়ে যায় তার সাথে যথাপোযুক্তভাবে লড়াই করা হয়।" তার উক্তি শেষ।

সুতরাং আপনি লক্ষ্য করুন! কিভাবে তিনি বাসিন্দাদের ব্যাপারে হুকুম দিয়েছেন? ব্যপকভাবে তাদের গালি দেওয়া ও নিফাক্বের অভিযোগ দেওয়া বৈধ নয় এবং তারা দারুল হারবের অধিবাসীদের মত কাফির নয়। এ সত্ত্বেও তিনি মারিদীনের সৈনিকদের অমুসলিম হুকুম দিয়েছেন। আর এর সবগুলোই মারিদীনের ব্যাপারে যা বহিরাগত দারুল কুফর।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ আহসা অধিবাসীদের ব্যাপারে হামদ ইবনে আতিক رَحِمَهُ الله এর ফাতাওয়া।

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি পর্যালোচনা করে দেখেছে - যা মুহাক্বীক আলেমগণ লিখেছেন - সে জানতে পেরেছে যে, যদি কোন ভূমিতে শিরক জয়ী হয়, হারামসমূহ প্রচার করা হয় এবং দ্বীনের নিদর্শনসমূহ নষ্ট করা হয়, **তাহলে সেই ভূমি কুফরের ভূমি (দারুল কুফর) হবে, এর অধিবাসীদের সম্পদ গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হবে ও তাদের রক্ত বৈধ হবে। এই ভূমির অধিবাসীরা**

আল্লাহকে ও তার দ্বীনকে অসম্মান করে এসব করেছে। তারা জনগণের জন্য কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে। আর আপনি জানেন যে, ইসলাম থেকে বের হওয়ার জন্য এর একটি করাই যথেষ্ট। আমরা বলি, সেখানে গোপনে দূর্বলদের মধ্য থেকে এমন লোক পাওয়া যাবে যাকে কুফরের হুকুম দেওয়া হবে না। আর প্রকাশ্য বিষয়টি স্পষ্ট - সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আপনার জন্য এটিই যথেষ্ট যা নাবী ﷺ মক্কাতে অবস্থানরত দূর্বলদের সাথে করেছেন। এমনিভাবে অধিকাংশ মুরতাদদের ব্যাপারে সাহাবীগণ যা করেছেন - রক্ত এবং সম্পদ হালাল ও বন্দি করার ব্যাপারে। প্রত্যেক বুঝমান জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জানে যে, এই সকল ব্যক্তিরা যে কুফর ও রিদ্দায় পতিত হয়েছে তা পূর্ববর্তী লোকদের থেকে অধিক কুৎসিত ও জঘন্য। তাই আপনি কুরআন, সুন্নাহ এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ ও তার সাহাবীগণের জীবনীতে দৃষ্টি ফিরান, তাহলে আপনি তা স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবেন যা থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বিপথগামী হয়। তাই আলেমগণ যা আলোচনা করেছেন তা পর্যালোচনা করুন এবং অন্তরের হিদায়াত ও ভ্রান্তি দূরিকরণের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট প্রত্যাশী হোন। আমি মনে করিনি যে, আপনার মত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিষয়টি আসবে। বিভ্রান্ত লোকেরা যা বলে ও জাহিলরা যে বিষয়ের উপর রয়েছে তাতে আপনি ধোঁকায় পরবেন না।"[150] তার উক্তি শেষ।

সুতরাং আপনি লক্ষ্য করুন! কিভাবে তিনি দৃশ্যমানতার উপর ভিত্তি করে ভূমির অধিবাসীদের কুফরের হুকুম দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণিত হওয়ায় এই হুকুমের প্রয়োজন হয়েছে - তাদের মধ্যে কুফরের ছড়াছড়ি, এর দিকে ঝুকে পড়া, এর প্রচার করা ও অন্যান্য আরো বিষয়ের কারণে। তাদের উপর এই হুকুম দেওয়া শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে নয় যে, তাদের ভূমি হচ্ছে দারুল কুফর। তাই সাবধান হোন!

সুতরাং ভূমির উপর হুকুম দেওয়ার মাস'আলা ও অধিবাসীদের উপর হুকুম

---

[150] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ - ৯/২৫৭

দেওয়ার মাস'আলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ভূমির উপর হুকুম দেওয়া হবে তাতে বিধান বলবৎ থাকার উপর ভিত্তি করে। আর অধিবাসীদের উপর হুকুম দেওয়া হবে তাদের অবস্থা দেখে। আল্লাহ্ সহায় হোন।

আল্লাহ্র তাওফিকে দার সম্পর্কে প্রথম আলোচনা শেষ হল।

এখন আমরা দ্বিতীয় বিষয়ের মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবঃ হিজরতের আলোচনা।

হিজরতের শারয়ী পরিচয়ঃ আল্লাহর জন্য দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। হিজরত দ্বারা সাধারণভাবে এটাও উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, অবাধ্যতার ভূমি ত্যাগ করে আনুগত্যের ভূমিতে যাওয়া এবং বিদআতের ভূমি ত্যাগ করে সুন্নাতের ভূমিতে যাওয়া।

প্রথম মাস'আলাঃ হিজরতের হুকুম।

ইবনুল ক্বাসিম رَحِمَهُ الله উছূলুছ-ছালাছাহ'র হাশিয়াতে বলেন, "এটা জানা বিষয় যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তা - অর্থাৎ হিজরত - প্রমাণিত। যে তা পরিত্যাগ করবে তার ব্যাপারে হুমকি দেওয়া হয়েছে। একাধিক আহলুল ইলমগণ এর উপর ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, শিরকের ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে হিজরত করা ওয়াজিব।"

দ্বিতীয় মাস'আলাঃ হিজরত পরিত্যাগের হুকুম।

শুধুমাত্র হিজরত পরিত্যাগ করার কারণে কোন মুসলিম কাফির হবে না। আল্লাহর বাণীঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

"যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে

তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর কর্তব্য। তবে এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।"[151]

সুতরাং তিনি তাদের ব্যাপারে ঈমানের গুণ ও দারুল হারব থেকে হিজরত পরিত্যাগ করা একত্রে উল্লেখ করেছেন।

আবু বকর ইবনে আরাবী رَحِمَهُ الله বলেন, "আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾

"আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপত কর্তব্য"[152] এর উদ্দেশ্য হল যদি তাদের রক্ষার জন্য তারা দারুল হারব থেকে কোন দল (লোকবল) বা সম্পদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাহায্যের অনুরোধ করে তাহলে তোমরা তাদের সাহায্য কর। এটা তোমাদের উপর ফরজ। তবে এমন ক্বওম ব্যতীত যাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে। তাই তোমরা তাদের জন্য তাদের (চুক্তিবদ্ধদের) সাথে লড়াই করবে না। এর উদ্দেশ্য হল যতক্ষণ না চুক্তি পূর্ণ হয় অথবা বাতিল হয়।"[153] তার উক্তি শেষ।

মুসলিমের জন্য দারুল কুফরে বসবাস করা হারাম যখন সে তার দ্বীন প্রকাশ করতে সক্ষম না হয়। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অনুযায়ীঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا

---

[151] সুরা আনফাল - ৭২

[152] সুরা আনফাল - ৭২

[153] আহকামুল কুরআন - ২/৪৩৯

مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় দূর্বল ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ আবাস।"[154]

ইবনে কাসির رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এই আয়াতে কারীমা ব্যাপকভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে। অথচ সে হিজরত করতে সক্ষম এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অক্ষম। তাহলে সে ব্যক্তি ঐক্যমতে নিজের প্রতি জুলুমকারী ও হারাম কাজ সম্পাদনকারী হবে।"[155] তার উক্তি শেষ।

শুধুমাত্র সালাত ও অন্যান্য বিষয়াদি পালনে সক্ষম হওয়াটা দ্বীন প্রকাশ করা নয়। দ্বীন প্রকাশ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাফির মুশরিকদের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ীঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴿﴾

---

[154] সুরা নিসা - ৯৭

[155] তাফসীরুল কুরআনিল আযীম - ২/৩৮৯

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করছি। আর আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হল। যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন কর।"[156]

যে ব্যক্তি হিজরত পরিত্যাগ করবে, কিন্তু তার মধ্যে শত্রুতার মূল রয়েছে - অর্থাৎ শত্রুতার অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সে তা ঘোষণা করে না, অর্থাৎ প্রকাশ করে না - তাহলে সে অবাধ্য। কিন্তু কাফির নয়।

শাইখ আব্দুল লতিফ رَحِمَهُاللهُ কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল - যে মুশরিকদের কর্তৃত্বে বসবাস করে এবং সে তাওহীদ বুঝে ও এর উপর আমল করে কিন্তু সে তাদের সাথে শত্রুতা করে না এবং তাদের ভূমি ছেড়ে যায় না?

তিনি উত্তর দিয়েছেনঃ "প্রশ্নটি প্রকাশ পেয়েছে বিষয়টির ধরণ এবং তাওহীদ ও এর উপর আমলের কাঙ্ক্ষিত তাৎপর্যের বুঝ না থাকার কারণে। কেননা কেউ কল্পনাও করবে না যে, কোন ব্যক্তি তাওহীদ বুঝে ও উপর আমল করে কিন্তু সে মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করে না। যে মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করে না তার ব্যাপারে এটা বলা যায় না যে, সে তাওহীদ বুঝে ও এর উপর আমল করে। প্রশ্নটিই অসঙ্গতিপূর্ণ। আর ভালো প্রশ্ন ইলমের (জ্ঞানের) চাবি-কাঠি।

আমি মনে করি, তোমার উদ্দেশ্য হলঃ যে ব্যক্তি শত্রুতা প্রকাশ করে না এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। আর শত্রুতা প্রকাশ করার মাস'আলা শত্রুতার অস্তিত্ব থাকার মাস'আলা নয়।

প্রথমটির ক্ষেত্রে অক্ষমতা ও ভয়ের কারণে উজর গ্রহণযোগ্য হবে, আল্লাহ

[156] সুরা মুমতাহিনাহ - ৪

তা'আলার এ বাণীর কারণেঃ

﴿ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾

"তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন কষ্টকর বিষয়ের ভয় কর।"[157]

আর দ্বিতীয়টি থাকা অপরিহার্য। কেননা তা কুফর বিত-তাগুত তথা তাগুতকে অস্বীকার করার অন্তর্ভুক্ত। এর মাঝে (তাগুতকে অস্বীকার করা) এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালবাসার মাঝে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে। যার থেকে মু'মিন বিচ্ছিন্ন হয় না। যে ব্যক্তি শত্রুতা প্রকাশ করা বর্জন করে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে সে আল্লাহর অবাধ্য হবে। যখন তার অন্তরে শত্রুতার মূল বা অস্তিত্ব থাকবে তখন তার হুকুম হবে অবাধ্য ব্যক্তিদের ন্যায়। যখন এর সাথে হিজরত পরিত্যাগ করা যুক্ত হবে তখন তার জন্য আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর একটি অংশ থাকবেঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর জুলুম করে ফিরিস্তাগণ তাদের প্রাণ গ্রহণ করে।"[158] কিন্তু সে কাফির হবে না। কেননা আয়াতে হুমকি দেওয়া হয়েছে তাকফির করা হয়নি। আর দ্বিতীয়টি হল তার অন্তরে যদি শত্রুতার কোন অংশ পাওয়া না যায়, তাহলে প্রশ্নকারীর কথা সত্য হবে যে, সে মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করেনি। বিষয়টি গুরুতর ও পাপ। মুশরিকদের সাথে শত্রুতা না করাতে কি কল্যাণ থাকতে পারে? বাসস্থান ও খেজুর বাগান হারানোর ভয়ে হিজরত পরিত্যাগ করা কোন গ্রহণযোগ্য উজর নয়। তিনি তা'আলা বলেন,

---

[157] সুরা আলু ইমরান - ২৮

[158] সুরা নিসা - ৯৭

﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾

"হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আমার যমিন প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।"[159],[160] তার رَحِمَهُ اللهُ এর উক্তি শেষ।

যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে ওয়ালা বা বন্ধুত্বের কারণে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করার কারণে দারুল কুফর থেকে হিজরত পরিত্যাগ করবে সে তাদের মতই কাফির হবে। তিনি তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রাধান্য দেয়। আর যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারা জালিম।"[161]

কুরতুবী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এই আয়াত থেকে যা দৃশ্যমান হয় তা হল, এই আয়াত সকল মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। মু'মিনদের এবং কাফিরদের মাঝে ওয়ালা (সম্পর্ক) **ছিন্ন করার** বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। একদল বলে থাকে যে, এই আয়াত নির্দিষ্ট করে হিজরত ও দারুল কুফর পরিত্যাগ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল ঐসকল মু'মিন যারা মক্কা ও অন্যান্য আরব ভূমিতে ছিল। তাদের উদ্দেশ্য করে বলা

---

[159] সুরা আনকাবুত - ৫৬

[160] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ - ৮/৩৫৮

[161] সুরা তাওবা - ২৩

হয়েছে, তারা যেন পিতা ও ভাইদের সাথে ওয়ালা বা বন্ধুত্ব না করে। এটা একারণে যে, দারুল কুফরে বসবাস করে তারা তাদের অনুসারী হয়ে যাবে।"[162] তার উক্তি শেষ।

ইবনে হাযম رَحِمَهُ الله বলেন, "একথা বলা সঠিক যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইচ্ছায় ও পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্য দারুল কুফর ও হারবে যুক্ত হয় সে এই কর্মের কারণে মুরতাদ হবে। মুরতাদের সকল বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে - তার উপর ক্ষমতাবান হলে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়া, সম্পদ বৈধকরণ, বিবাহ বাতিল করণ ও অন্যান্য বিষয়াদি। কেননা আল্লাহর রাসুল ﷺ কোন মুসলিম থেকে দায়মুক্ত হননি।"[163] তার উক্তি শেষ।

ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর আছারে সংযুক্ত করে বলেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে তাদের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে, তাদের নাইরুয (ইরানী নববর্ষ) ও মাহরোয পালন করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের অনুরূপ করে সে (কিয়ামতের দিন) তাদের সাথেই উত্থিত হবে।"

তিনি বলেন, "এটা প্রমাণ করে যে, এই সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করার কারণে তিনি তাকে কাফির গণ্য করেছেন অথবা তিনি এটাকে জাহান্নামকে আবশ্যক করে এমন কবীরা গুণাহ মনে করেছেন। যদিও প্রথম বিষয়টিই তার কথায় দৃশ্যমান। এর কিছু বিষয়ে অংশগ্রহণ করাটা পাপ বা অবাধ্যতা।"[164] তার উক্তি শেষ।

তৃতীয় মাস'আলাঃ দারুল কুফরে বসবাসকারীদের অবস্থাসমূহ।

ইবনে হাযম رَحِمَهُ الله বলেন,"যে ব্যক্তি অত্যাচারের ভয়ে যুদ্ধের ভূমিতে (দারুল হারবে) পালিয়ে যায় এবং সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের

---

[162] তাফসীরে কুরতুবী - ৮/৯৩

[163] আল-মাহাল্লী বিল-আছার - ১২/১২৫

[164] ইক্বতিযাউস-সিরাতিল মুস্তাক্বীম - ১/৫১৫

(মুসলিম) বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করে না এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে এমন কাউকে সে পায়না যে তাকে আশ্রয় দিবে তাহলে তার জন্য কোন সমস্যা নেই। কেননা সে নিরুপায় বাধ্য। আমরা উল্লেখ করেছি যে, আয-যুহরী মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, যদি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে তিনি রোমের ভূমিতে চলে যাবেন। কেননা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযিদ তাকে হত্যা করার শপথ করেছিলেন। আর সে হিশামের পরেই ওলী হত। সুতরাং যার বিষয় এরকম সে মা'জুর বা উজরগ্রস্থ।

এরকমভাবেঃ মুসলিমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হিন্দ, সিন্ধ, চীন, তুরস্ক, সুদান এবং রোমের ভূমিতে বসবাস করে। যদি সে ভারী বোঝা অথবা আর্থিক সংকটে অথবা শারিরীক দুর্বলতা অথবা রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে সেখান থেকে বের হতে সক্ষম না হয় তাহলে সেও উজরগ্রস্থ।

আর যদি সে সেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাফিরদের সেবা করে অথবা লেখালেখি করার মাধ্যমে সাহায্য করে তাহলে সে কাফির। যদি সে সেখানে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে বসবাস করে তাদের নিকট যিম্মির মত (কর বা ট্যাক্স প্রদান করে) অথচ সে সাধারণ মুসলিমদের সাথে ও তাদের ভূমিতে যেতে সক্ষম তাহলে সেও কুফর থেকে দূরে নয় এবং তার ব্যাপারে আমরা কোন উজর পাইনা। আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করি।

এরকম নয়ঃ (এমন ব্যক্তি কাফির নয়) যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারীদের মত কাফিরদের কর্তৃত্বে বসবাস করে এবং তাদের গতিপথেই চলে। কেননা মিসর, কায়রোওয়ান ও অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম দৃশ্যমান এবং এর নেতারা এমন যে, তারা ইসলাম থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করে না। বরং তারা ইসলামের দাবি করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা কাফির।

আর যে ব্যক্তি ক্বারামিতা অঞ্চলে সেচ্ছায় বসবাস করে সে কোন সন্দেহ ছাড়াই কাফির। কেননা তারা কুফর ও ইসলাম বর্জনের ঘোষণা দেয়। আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই।

আর যে ব্যক্তি এমন ভূমিতে বসবাস করে যেখানে এমন কাজ সম্পাদিত হয় যা কুফরের দিকে ধাবিত করে তাহলে সে কাফির নয়। কারণ সেখানে সর্বাবস্থায় ইসলামের নাম দৃশ্যমান, যেমন - তাওহীদ, মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া, ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল দ্বীন বা ধর্ম থেকে বারা (দায়মুক্তি) করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, রামাদানের সিয়াম পালন করা এবং শারয়ী সকল বিষয় যা ইসলাম ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর।"[165] তার رَحِمَهُ الله এর উক্তি শেষ।

এই পর্যন্তই.... আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ এবং তার পরিবার ও সকল সঙ্গীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন!

---

[165] আল-মাহাল্লী বিল-আছার - ১২/১২৫